বালিকা-জীবন

শ্রীউমা দেবী প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

(সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত)

১৩৪১ সাল

মূল্য ॥০ আনা মাত্র

বালিকা-জীবন

শ্রীউমা দেবী প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

(সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত)

১৩৪১ সাল

মূল্য ॥০ আনা মাত্র

প্রকাশক—

শ্রীহরিচরণ মুখোপাধ্যায়

১৩নং গোলক দত্তের লেন, কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—প্রভাতচন্দ্র রায়,

৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

গাছটি কি প্রকারে হয়? ভাল পরিষ্কার উর্ব্বরা মাটীতে যত্ন সহকারে বীজটি পুতিবে, কত জল সিঞ্চন ক'রে কিছুদিন পরে দেখিবে, ছোট গাছটী বাহির হইতেছে। তখন থেকেই তাহার আশে পাশে ভাল ক'রে মাটী দিয়ে কাঠি দিয়ে, ঘেরিয়া চারাটীকে যত্ন করিতে হবে। ঐরূপ চারা থেকে যত্ন না করিলে, গাছটীর ভাল বাড় হইবে না; তাহাতে ভাল ফুল ফল হইবে না; হয় তো গাছটী অকালেই নষ্ট হইয়া যাইবে। তেমনি মনের ক্ষেত্ররূপ মাটীকে, প্রথম হইতেই যত্ন করিয়া উর্ব্বরা করিলে তবে তাহাতে ভাল গাছ উৎপন্ন হয়। বাল্যকাল হইতে ভাল শিক্ষা না পাইলে, বড় হইয়া হাজার শিক্ষা দিলেও মনটী সহজে বদলায় না। কিন্তু এখনকার ভুল শিক্ষাতেই সব মাটী হইতেছে; এখন যত শিক্ষার ছড়াছড়ি ততই অধোগতি। কোন্ পথে চালিত করিলে যথার্থ কাজ হয়, সেটুকু কৈ দেখি না। সংসারে কিছুই নাই, আবার সংসারে সকলি পাই। এই সংসার নিয়েই যখন মানবকে থাকিতে

হবে, তখন সেই সংসারের উন্নতি যাহাতে হয় সেই চেষ্টাই তো সকলের আগে করা উচিত। সংসার কাহাকে নিয়ে? এই দেবীরূপিণী নারীকে নিয়েই তো? কিন্তু কৈ আমাদের সেই লজ্জা-ভূষণে অঙ্গঢাকা, বঙ্গগৃহের বঙ্গবালা, সত্যনিষ্ঠা প্রেমেভরা; কর্ত্তব্যকর্ম্মপরায়ণা নারী কৈ? এখনকার এই যে শিক্ষা হইতেছে ইহা কি ঠিক? ইহাতে সংসারের কি উপকার হইতেছে, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না। সেই জন্যই গল্পচ্ছলে "বালিকা জীবন" বই খানিতে, বালিকাদের কর্ত্তব্য কি, সংক্ষেপে তাহার আভাষ দিলাম। আমার মতে এই রকম শিক্ষায় শিক্ষিতা করিলে ভদ্রগৃহস্থ ঘরের বালিকাদের উপকার হবে। জীবনগঠনোপ-যোগী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। সেই জন্য বালিকারা যাহাতে বাল্যকাল থেকে সংযমী হয়, ধর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে, সেই সকল বিষয়ে চরিত্রগঠন করা মাতার সর্ব্বতোভাবে উচিত। সেইজন্যই লক্ষ্মী-পূজা থেকে আরম্ভ ক'রে সমুদয় বৃত্তান্ত বালিকাদের বুঝাইয়াছি। আমাদের সনাতন প্রথার উপযুক্ত ক'রে বালিকাদের গঠন করিতে মাতাকে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার চিত্র দেখাইয়াছি। যাহাতে বাল্যকাল থেকে

সন্নীতি শিক্ষা করে, সময়ে কন্যাগুলি কল্যাণময়ী সুমাতা, সুগৃহিণী হইয়া রমণী-জীবনের সার্থকতা করিতে পারে, সেই চেষ্টাতেই "বালিকা জীবন" তৈয়ারী হয়েছে। শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় আমার এই চেষ্টা যেন সফল হয়। আমার এই বইখানিতে বড বড় ভাষা-ভাব কিছুই নাই; সহজ সরল ভাষায় ইহার ব্যাখ্যা যাহাতে সহজে বালিকারা বুঝিতে পারে, কথাগুলি তাহাদের প্রাণে প্রবেশ করে, এবং মায়েরা সহজে এই রকম শিক্ষায় কন্যাগুলিকে শিক্ষিতা করিতে পারেন সেই ভাবেই বইখানি তৈয়ারী। আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ কোন ত্রুটী ধরিবেন না।

শ্রীউমা দেবী

সূচী

শ্রীশ্রীমা

বালিকা-জীবন

বালিকার প্রার্থনা

১

ওহে জগৎ পিতা সর্ব্বশক্তিদাতা
জয় জয় ভগবান,
করি প্রণিপাত, পূর্ণ কর নাথ,
বালিকার মনস্কাম।

২

দয়া ভরা প্রাণ কর মোরে দান
ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি দিও ;
সুকাজ করায়ে সুপথে রাখিয়ে
আমারে কৃতার্থ কোরো।

৩

বালিকার প্রাণ কর ভক্তিমান
সরল বিশ্বাসে ভরা,
সুন্দর নির্ম্মল পবিত্র উজ্জ্বল
শুভ্র পুষ্পের পারা॥

৪

প্রভাতে উঠিব দেবালয়ে যাব
করিব মন্দির মার্জ্জন ;
তুলসি কুসুম করিয়া চয়ন
তব চরণ পূজিব ।

৫

তব গুন গান গাহিবে পরাণ
আনন্দে বিভোর রব ;
গুরুজন আজ্ঞা পালিব সর্ব্বদা
সকলের বাধ্য হব ।

৬

অন্নহীন বস্ত্রহীন যাহারা দরিদ্র দীন
তাহাদের যেন ভালবাসি,
পরদুঃখ শ্রবনে আমাদের প্রানে
যেন নাহি হয় সুখ রাশি ।

৭

হিংসা দ্বেষ ভুলি স্বার্থে দিয়ে বলি
পরকে আপন করে
তোমার চরণ করিয়ে স্মরণ
থাকি যেন প্রফুল্ল অন্তরে ।

১

মাতার সহিত কন্যার পূজার কার্য্য শিক্ষা

মাতা—মীরা তুটো বেজে গেল, তোমার কাপড় কাচা হয়েছে ?

কন্যা—এই যে মা আমি কাপড় কাচ্ছি।

"কাপড় কাচা হলে তুমি লক্ষ্মীর পূজার বাসনগুলি আগে বার করে দাও। ঝি ভাল হাতে আগে মেজে দেবে তুমি তসর কাপড় পরে পূজার ঘরখানি ধুয়ে ঐ বাসনগুলিতে গঙ্গা জল দিয়ে ধুয়ে—ঘরে তুল্‌বে" ?

"মীরার কাপড় কাচা হয়েছে" ?

হাঁ মা হয়েছে।

"তুমি লক্ষ্মীর নৈবেদ্যের চাউলগুলি ভাল করে বাছ, যেন তাতে কোন ধান চাল কুটীকাটা কিছু না থাকে।

নীলা—হাঁ মা আমাকে কিছু কাজ দাও আমারও তো কাপড় কাচা হয়েছে ? বড় দিদি মেজ দিদি তুই জনে কাজ করছে আমি কিছু কাজ কর্‌ব না ?

মাতা—তুমি মেজ দিদির কাছ থেকে চারিটী আতপ চাউল নিয়ে ভিজাইয়া দাও। কাল আল্‌পনা,

দিবার ভার তোমার উপর রইল। সেই পৌষ মাসে লক্ষ্মীপূজার সময় কি রকম করে আল্পনা দিতে হয় দেখিয়ে দিয়েছিলাম শিখেছ তো ?

"হাঁ মা আমি মা লক্ষ্মীর চরণ দুখানি বেশ আঁকতে পারি। একটি করে পদ্মের ডাল ও দুখানি করে চরণ ; আগে পূজার ঘরের চৌকাঠে পরে সদর দরজায় দিব তার পরে ভাঁড়ার ঘরে রান্না ঘরে শোবার ঘরে, সকল চৌকাঠে দিব। বড় দিদি লক্ষ্মীর চৌকিতে আলপনা দিবে—পূজার স্থানে সে আল্পনা দিবে।

"কি হচ্ছে গো"।

"এই যে আস্থন—নীলু তোমার পিসিমাকে বসিতে পীঁড়ি দাও মা।"

"বৌ কাল লক্ষ্মী পূজা বুঝি" ?

হাঁ ঠাকুরঝি কাল মার প্রসাদ এই খানে দুটী খাবেন"। "ও তাই—মা লক্ষ্মীরা এরি মধ্যে সব কাজে লেগে গেছেন"।

হাঁ ভাই মেয়েদের ঠাকুর দেবতার কাজ আমার সঙ্গে একটু একটু করে শেখাচ্ছি। ছেলে মানুষ এখন কাজ করতে গেলে কতক ভাল হবে কতক মন্দ হবে আমার নিকট থেকে বুঝে নিয়ে ধমক খেয়ে, তবে ভাল কাজ শিখবে। বড় হয়ে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে, শ্বাশুড়ি ননদে

কাজের জন্য বকলে তখন লজ্জা হবে, অভিমান হবে, কিন্তু এই রকম কাজ শেখা থাক্‌লে আর পদে পদে মন্দ কাজ করবে না; এবং ও রকম লজ্জা অভিমানও হবে না, কাজ খারাপ হলে মার কাছে বকুনি খাই ও রকম আর করব না; অন্ততঃ এ শিক্ষাটুকু মেয়েদের থাক্‌বে। এখন ছেলে মানুষ এই রকম লক্ষ্মী পূজা, ষষ্ঠী পূজা, সত্যনারায়নের পূজার উদ্যোগ আমার সঙ্গে কর্‌তে কর্‌তে ক্রমে দোল দুর্গোৎসবের আয়োজনও শিখ্‌বে; এই রকম মেয়েই হিন্দুনারী নাম সার্থক করে। শুধু বিবি হয়ে পশমের কাজ কার্পেট বোনা সুতার খুঞ্চিবোস বুনিলেই হবে না। হিন্দুর সংসারের প্রধান কাজ পূজার আয়োজন, এটী শেখা একান্ত প্রয়োজন।

লক্ষ্মীর বন্দনা

মাতা—মীরা আজ সকাল সকাল সন্ধ্যা জ্বালো, কারণ লক্ষ্মীপূজার দিনে সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সন্ধ্যা জ্বাল্‌তে হয়। শাঁক বাজিয়ে ধুনা গঙ্গাজল দিয়ে তোমরা চার বোনে হাত জোড় করে গলায় কাপড় দিয়ে বোস, আমি খোকাকে কোলে নিয়ে এসে তোমাদের লক্ষ্মীর কথা বলিব। যেমন রোজ সন্ধ্যার সময় বলি।

নমঃ নমঃ লক্ষ্মী দেবী লক্ষ্মী কঙ্কাবতী
উদ্দেশে প্রণাম করি লক্ষ্মী ভাগ্যবতী।
লক্ষ্মীর নাম আমি করিগো প্রচার
লক্ষ্মী বিনা গতি নাই এ তিন সংসার।
লক্ষ্মী নারায়ণ বসি রত্নসিংহাসন
দেবীকে কহেন প্রভু অমৃত বচন।
বল দেবী ধরাধামে কোথায় গমন!
দেবী কহিলেন শুন প্রভু নারায়ণ।
শুদ্ধাচারে থাকে যেই শুদ্ধমন যার
বারমাস আলো করি থাকি ঘরে তার।
মন্দভাষে গুরুজনকে যেবা কথা কয়,
তার ঘরে লক্ষ্মীদেবী কভু নাহি রয়।
সন্ধ্যায় সকালে যেবা মম নাম করে
সর্ব্বদোষ ক্ষমা করি তুষ্ট আমি তারে।

মাতা—এই বলে প্রণাম কর—

এস মা লক্ষ্মী সরস্বতী বোস মা ঘরে,
সন্ধ্যায় সকালে যেবা তব নাম করে।
তার ঘরে মা লক্ষ্মী সরস্বতী বিরাজ করেন।

মাতা—মা লক্ষীর কথায় বুঝ্‌তে পার্‌লে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মা ভালবাসেন। সকাল বেলা লক্ষীর কথায় শুনিলে তো—

বালিকা-জীবন

কাল কাপড় রুক্ষ মাথা,
লক্ষ্মী বলেন যাব কোথা ?

মানুষের যতই কষ্টের সংসার হোক, তবু, বিছানা প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা উচিৎ। কাপড় মাথা হাত পা এ সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ভাল, ইহাতে নিজেরও শরীর ভাল থাকে সহজে অসুখ হয় না এবং মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হয়। যাহার নিতান্ত অভাব সে যদি এক পয়সার সোডা কিনে মাসের মধ্যে চারবার পরিষ্কার করে তাহাতে বিছানা ছেলে পুলের কাপড় জামা অত নোংরা হয় না। তোমরা মা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিতে চেষ্টা করিবে, হেজলিন পাউডার না মাখিলে যে দিন কাটে না তাহা নয় ও সব বাহুল্য মাত্র বারমাস ভাল নয়, কিছু কিনে রাখলে কোথাও গেলে মাখলে।

২

গৃহকার্য্য শিক্ষা

"বৌ তুমি মেয়েগুলিকে বেশ শিক্ষা দিতেছ; সবাই এমন পারে না কতগুলি ছেলে মেয়ে লইয়া লোকে ব্যাতিব্যস্ত হয়, গুছাইয়া শিক্ষা দিতে পারে না।"

"কেন ঠাকুর-ঝি আমারও তো চার মেয়ে এক ছেলে। আমি সব কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। (এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে লোকজন রেখে গৃহস্থ মানুষের সুখ কোথায়)। সংসারে স্ত্রী কন্যারা সকলেই যদি পরিশ্রমী হয় এবং যার যা কাজ সে তাই প্রফুল্ল মনে করে তাহলে কারো গায়ে লাগে না, অথচ সুখ শান্তিতে সংসার চলে। আমার বড় মেয়ে মীরা আমার সঙ্গে সকাল বেলা রান্নার যোগাড় করে দেয়। সে চা তৈয়ারী করে সকলকার কাপে ঠিক করে দিবে দুধ জ্বাল দিয়ে বার্লি তৈয়ারী করে সব বাটীতে গুছিয়ে রাখ্‌বে খোকাকে দুধ খাওয়াবে; আমার চাল ডাল ধুয়ে কুটনা কুটে তেল ঘি ফোড়ন লবণ সব

বার করে গুছিয়ে দিবে আমি শুধু বসে রান্না করি। ভাত বেড়ে দি মীরা সকলকে পরিবেশন করে। আমার বাতের শরীর বেশি উঠা বসা করতে পারি না। ওরা ছেলেমানুষ এ সকল কাজ ওদের গায়ে লাগে না। অথচ এতে মেয়েদের বেশ স্ফুর্ত্তি হয় ব্যায়াম হয়। আনন্দের সহিত করে মেজ মেয়ে ধীরার সকালে কোনকাজ নাই। সে সকালে নিজের লেখা-পড়া ঠিক করে। বিকালে সব কাজ মেজ মেয়ে ধীরা করবে: যেমন বড় মেয়ে সকালে করে ঠিক ঐ রকম সব কাজ করবে আমার সঙ্গে। আমি সঙ্গে থাকি আগুনের কাছে ওদের সম্পূর্ণ একা ছেড়ে দি না। বড় মেয়ের বিকালে ছুটী সে তখন নিজের লেখাপড়া করবে, ছোট বোনদুটীকে পড়া বলে দিবে। নীলা সীতা ছেলেমানুষ ওরা স্কুলে যায় স্কুল থেকে এসে ভাইটিকে নিয়ে খেলা করে।

"বাঃ বেশ ব্যাবস্থা তো ভাই তোমার: তোমার মেয়েদের দেখে মনে হয় না যে কোন কাজ করে, কি চমৎকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা; গায়ে সামিজ ব্লাউজ সর্ব্বদা আছে চুলগুলি পরিষ্কার কে বলবে যে মেয়েরা এত কাজ করে।

"কেন যে রাধে সে কি চুল বাঁধে না?

প্রশ্ন

বালিকাগণ তোমরা গৃহকার্য্য গল্পটি পড়ে কি উপদেশ পাইলে বল। ঐ রকম ভাবে প্রত্যেক বালিকা নিজ গৃহে মাতার অনুবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করিবে।

ওঁ

গুরুজন সেবা

দেখ বাল্যকালে পিতামাতার কাছে যে শিক্ষা হয় তাহার গোড়া বড়ই শক্ত। মন্দ হলেও সেই অভ্যাস থেকে যায় ভাল হলেও সেই অভ্যাস থাকে ; আমাদের চলিত কথায় আছে, কাঁচাতে না নোয় বাঁশ্ পাক্‌লে করে 'ট্যাস্ ট্যাস'। সেইজন্য এই সকল শিক্ষা পুত্র কন্যাদের বাল্যকাল থেকেই দেওয়া ভাল। শুধু লেখাপড়া শেখালে কি হয়? একখানি করে সেবা ধর্ম্মের বই হাতে দিলেই শিক্ষা দেওয়া সাঙ্গ হয় না। সঙ্গে নিয়ে দেখান শেখান উচিৎ। বাল্যকালে পিত্রালয়ে পিতামাতা ঠাকুরমার সেবা যত্ন যে মেয়েরা করে সেই মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শ্বশুর শ্বাশুড়ি দিদি শ্বাশুড়ি প্রভৃতি গুরুজনের সেবা যত্ন ঠিক কর্‌তে পার্‌বে। ছোট ছোট ভাই বোনকে খাওয়ান মোছান অভ্যাস যাহাদের আছে তাদের শ্বশুর বাড়ীতে ছোট দেবর ননদ থাক্‌লে তাদের ও যত্ন করতে শিঘ্রই পটু হয়। মা সকলকার শেষে আহারে বসেন

তাঁর কি প্রয়োজন হয় আমি দেখি, এবং তাঁর আহার শেষ হলে তাঁকে পান জল দিব। এই রকম যে কন্যা পিত্রালয়ে করে, সেই কন্যা শ্বশুর বাড়ী গিয়েও শ্বাশুড়ি প্রভৃতি গুরুজনদিগের কাছেও ঐ রকম করবে এবং তাদের আহারের পর তাঁদের পান জল দিবে। ইহাতে তাদের বাঁধ্‌বে না কারণ ঐ রকম কাজে ওরা বাল্যকাল থেকে অভ্যস্ত আছে। মেয়েদের বালিকাকাল থেকে গুরুজন সেবা, রোগী সেবা এ সকল শিক্ষা দিতে হয়। অনেকে হয় তো মনে করিবেন রোগীসেবা শক্ত কাজ বালিকারা এ সকল কাজের মর্ম্ম কি বুঝ্‌বে। বালিকা মানে ৪।৫ বৎসরের কন্যার কথা আমি বলি নাই, এগার বার বৎসরের কন্যাদের দিয়ে দুধের বাটিটি সাবুর বাটি এগিয়ে দেওয়া একটু বাতাস করিতে বলা একটু গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে বলা—এই সকল কাজ কর্‌তে কর্‌তে বালিকাদের রোগীর প্রতি করুণা জন্মে, এবং এই রকম ছোট খাট কাজ তাহারা প্রফুল্ল মনে করে মাতা কি বড় ভগিনী কিম্বা নার্স কি প্রকারে জ্বর দেখছে কি প্রকারে রোগীকে আহার করাইতেছে এবং অন্যান্য কাজ কি প্রকারে করিতেছে, সেই সকল অপলক নেত্রে

দেখিয়া শেখে। এই সব বালিকারা কালে নার্সিং কার্য্যে পরিপক্ক হয়। বঙ্গ রমণীর সেবা ধর্ম্মের চেয়ে কি ধর্ম্ম আছে? এখনকার গৃহস্থ ঘরের লোকের তেমন পয়সা নাই, এই জন্য তাঁহারা কথায় কথায় নার্স রাখিতে পারেন না কোন রকমে রোগীকে সেবা যত্ন করেন; কিন্তু ইহাদের অভিজ্ঞতা কিছু কম সেইজন্য বলিতেছি ছোট বেলা থেকে সেবা ধর্ম্মে যাহাতে বালিকাদের অভিজ্ঞতা জন্মে সেই চেষ্টা করা ভাল এখনকার বাজারে এই গৃহস্থ লোকের উপায় নাই বলেই হয় তো প্রাণ আছে কারণ দয়ামায়া সেবা ধর্ম্ম এই সকল সনাতন প্রথা এরা একটু মানিয়া চলেন। নচেৎ এখনকার দিনে অসুখ করিলেই হাস্‌পাতালে গিয়ে থাকিতে হয়—কারণ ভাল বন্দোবস্ত আছে—যত্নও হবে ভাল বাড়ীতে কে কাহাকে দেখে তার চেয়ে সোজা হাস্‌পাতালে পাঠানই ঠিক। যদিও রোগীর মনে ইহাতে একটু কষ্ট হয় কিন্তু অভিভাবকেরা ইহাতে দোষ ভাবেন না—একেবারে সাহেবীকাণ্ড মাঝে মাঝে আত্মীয় স্বজন একটু আধটু দেখে আসেন ইহাতেই কর্ত্তব্য শেষ। আর যদি কেহ বাড়ীতেই রোগী রাখেন তাঁর নার্সের বন্দোবস্ত আছে রোগীর ঘরে স্ত্রী কন্যা কেহ যাইবে না। তাঁরা মাঝে মাঝে

এসে খবর নিয়ে যান কেমন আছে এই পর্য্যন্ত। এখন এই অপরিচিত নার্সের হাতে পতিপুত্র কন্যা যিনিই হোন তাঁকে থাকিতে হবে চুপ্‌চাপ্‌ করিয়া। অনেকে হয় তো বলিবেন এ ব্যবস্থা মন্দ নয় ভালই। রোগীর ঘরে কতগুলা লোক যাইবে সেটি দোষের। আর মাতা স্ত্রী কিম্বা কন্যার কাছে রোগী হয় তো অন্যায় আব্দার করিতে পারে—কিন্তু নার্সের কাছে সেটুকু হবে না—ইহাই কি ঠিক? রোগীর শিয়রে সাক্ষাৎ করুণা-রূপিণী মাতা বসিয়া আছেন দেখিলে সেই রোগীর প্রাণে কত আনন্দ থাকে। কিম্বা মমতা রূপিণী কন্যা বসিয়া আছে দেখিলে মাতার প্রাণে কত শান্তি হয়—অবশ্য নার্স যে অযত্ন করে। এমন কথা আমি বলিতেছি না। তবে ইহাদের কার্য্য লক্ষ করে দেখিয়াছি। ইহাতে আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, সকল নার্স যে খুব ভাল তাহা নয়। রাত্রের সেবা ইহাদের উপর পূর্ণ মাত্রায় ছেড়ে দিলে রোগীর যা সেবা হয় তাহা রোগীই জানে আর ভগবান জানেন। মোট কথা ডাক্তারের কাছে কৈফিয়ৎ ঠিক দিতে পারিলেই নার্সরা তুষ্টী ভাবে এবং ডাক্তারের কৈফিয়ৎ মত কার্য্য করিলেই কর্ত্তব্য ঠিক হইতেছে বোঝে; ইহার মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করে না।

নিজের শরীরের প্রতি লক্ষ ইহাদের পূর্ণ মাত্রায় থাকে। এই রকম নার্সের হাতে শুধু ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। গৃহের মাতা ভগিনী স্ত্রী কন্যা যে কেহ একজন নার্সের তত্ত্বাবধানে রোগীর কাছে সর্ব্বদাই থাক্‌বে। তবে ঠিক সেবা যত্ন হবে ইহাতে কষ্ট জ্ঞান কর্‌লে চল্‌বে না। যে বঙ্গ রমণীর হস্ত সেবা কর্ম্মে নিপুনা নয় তাহার জীবন বৃথা।

প্রশ্ন

গুরুজন সেবা গল্পটি পড়ে তোমরা কি শিক্ষা পাইলে বল দেখি।

৪

বালিকাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন কেন

আমি জানি অনেক বাড়ীতে কন্যাদের লেখা পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। তাঁরা মনে করেন মেয়ে মানুষের আবার লেখা পড়া শিক্ষার প্রয়োজন কি তারা সংসারের কাজ কর্ম্ম রান্না ইত্যাদি শিখুক। কেহ বা বড় জোর দিন কতক স্কুলে দিয়ে দ্বিতীয় ভাগ, পদ্য পাঠ পর্য্যন্ত পড়িলেই বিদ্যা যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু ঐ টুকু ভুল ধারণা গৃহস্থ ঘরের কন্যাদের বি, এ, এম এ, পাশ করিবার প্রয়োজন নাই বটে; তবে কন্যাকে ও মোটা মুটি ভাল রকম লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। কন্যাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা পূর্ব্বকালেও যথেষ্ট ছিল। বালিকারা পিতা মাতার নিকটে গৃহে শিক্ষা পাইতেন কেহ পিতার টোলে পিতার নিকট পড়িতেন কেহ বা বাড়ীতে পণ্ডিতের নিকট রাজকন্যারা সহচরির নিকট গান বাজনা চিত্র বিদ্যা, শিল্প কর্ম্ম প্রভৃতি ইচ্ছামত সময় মত শিক্ষা

করিতেন ভাল রকম সংস্কৃত শিক্ষা তখনকার কালে কন্যারা যথেষ্ট পাইতেন। দেখ মা এখন তোমরা বালিকা আছ সময়ে তোমরাই মা হইবে মাতার কাছেই পুত্র কন্যা বাল্য শিক্ষা পায়; এক্ষনে সেই মাতাই যদি মূর্খ্য হইল তবে বাল্যকাল থেকে সন্তানকে ভাল শিক্ষা দিবে কে?

কন্যা—হাঁ মা বাঙ্গালীর মেয়ে আমাদের ভাল রকম বাংলা শিক্ষাই যথেষ্ট ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন?

মাতা—তখনকার কালে ছিল না বটে কেহ শিখিতও না কিন্তু এখনকার সময়ে যাঁহার রাজত্ব তাঁহার ভাষা শিক্ষা না করিলে তোমরা পদে পদে অপদস্ত হবে ইংরাজি জানা থাক্‌লে সেটুকু ভয় নাই, ইংরাজিতে শিরোনামা লেখা মণিঅর্ডারে সই করা এ সকলেরজন্য কাহার ও খোসামোদ কর্‌তে হয় না।

"কেন মা বাঙ্গলাতে ও তো শিরোনামা লেখা চলে।"

মাতা—হাঁ চলে বটে তবে অনেক স্থলে ইংরাজীতেই শিরোনামা লেখা ঠিক বিশেষতঃ যেখানে বাংলা ভাষা প্রচলিত নেই। আর দেখ ইংরাজী হ'ল রাজভাষা; সকলেই এখন ইংরাজীতে

কথা কয় বাড়ীতে ডাক্তার আসিলে তাঁহার কথার মধ্যে অনেক ইংরাজী বুক্‌নিও * আছে ইংরাজী জানা না থাকিলে তুমি সে গুলি বুঝিতে পার্‌বে না। বাড়ীতে ধাত্রী আসিলে তাঁহারও কথার মধ্যে মাঝে মাঝে ইংরাজী কথা আছে কিছু ইংরাজী জানা না থাকিলে তাঁহার সহিত কথা কহিতে তোমাকে লজ্জায় পড়িতে হবে। ঔষধের শিশির গায়ে ইংরাজীতে নাম লেখা আছে কোনটা কোন্ ঔষধ, তাহা বুঝিতে পার্‌বে না তোমার অসুবিধা হবে। বাড়ীতে মেয়েরা ভালরকম শিক্ষিতা হলে আর অল্পতেই অসুখের সময় নার্সের প্রয়োজন হয় না। কোনও স্থানে রেলে ষ্টীমারে যেতে হলে একটু ইংরাজী জানার বিশেষ প্রয়োজন। কত স্থানের নাম ইংরাজীতে আছে তাহা পড়ার দরকার নতুবা কোন গাড়ীতে উঠিতে ভুল করে অন্য গাড়ীতে উঠিবে।

"হাঁ মা রেল ষ্টীমারে পুরুষ মানুষ তো সঙ্গে থাকে? সে তো থাকিবেই তথাপি পথে ঘাটে নানা রকম বিপদ আছে। কিছু লেখাপড়া জানা থাক্‌লে আর মানুষকে বিপদে পড়িতে হয় না,— এই সব কারণে স্ত্রীলোকের ও কিছু ইংরাজী

* ইংরাজি বাংলা সংমিশ্রন কথাকে বলে।

শিক্ষার প্রয়োজন পাস না করিলে যে মেয়ে মানুষের চলে না এমন নয় পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষাই বড়। আমি দেখেছি খুব লেখাপড়া শিখিয়াও মেয়েরা অনেক হিসাবে ভুল করে; আর নিরক্ষরা সেকালের গৃহিনীরা মুখে মুখে এমন হিসাব করেন যে এ কালের শিক্ষিতা কন্যারাও তেমন পারে না। ইহার কারণ কি? অভিজ্ঞতা নয় কি? আমি মেয়েদের উপর সর্ব্বদাই আমার সংসারের হিসাবের ভার দি মেয়েরা ধোপার গয়লার দৈনিক খরচের হিসাব করে; ইহাতে আমার সংসারের কাজ এবং উহাদের শিক্ষা দুই হয়।

প্রশ্ন

ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন কেন? রেলে ষ্টীমারে কিম্বা কোন দূরদেশে যাত্রা করিলে শিক্ষিত ব্যক্তির বা কি উপকার হয় এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির বা কি উপকার হয় বল দেখি? পুঁথি গত বিদ্যা কাহাকে বলে অভিজ্ঞতা বিদ্যা কাহাকে বলে?

৮

শিল্প কর্ম্ম আলোচনা

তখন মেয়েরা এই ঘর থেকেই কেমন শিল্পকার্য্যে শিক্ষা পাইতেন। শ্রীগড়া পীঁড়ে আল্‌পনা দেওয়া প্রভৃতি কত কি জানিতেন। এখনকার শ্রীগড়া পীঁড়ে আল্‌পনার মধ্যে তেমন নিপুন পারদর্শিতা দেখা যায় না। ও সকল আর কেহ করিতেই চায় না ; তবে কাজ চালানো গোছ কেহ কেহ একটু আধটু করে। পূর্ব্ব বঙ্গদেশের মেয়েরা তবু এ সকল বিষয়ে মুখ রক্ষা করিতেছেন। তোমরা দেখিয়া থাকিবে কেমন পীঁড়ির উপর নোট কোম্পানীর কাগজ ও আল্‌পনাতে ছবি— অঙ্কিত করে। এক এক মেয়েরা চিত্র বিদ্যা ও বেশ জানে—এই সকল শিল্পকার্য্যে দেখিলে প্রাণে আনন্দ হয়, কারণ ইহা আমাদের বঙ্গ নারীর গৌরব। এই যে সামান্য আল্‌পনাতে কি সুন্দর কারুকার্য্যে ইহা নিশ্চয় কন্যারা গৃহে মাতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছেন। আমরাও আমাদের মাতার নিকট হইতে আল্‌পনা

শ্রীগড়া নানা রকম পশমের ফল ফুলের গাছ কড়ির চুপড়ি কড়ির আল্‌না তৈয়ারী সব শিখিয়াছিলাম। অবশ্য এখন কড়ির কাজ আর নাই বটে। তা এখনকার মত কাজ শিখিবে। পশমের কাজ বা সুতার কাজের চেয়ে শেলাই শিক্ষা ভাল। সামিচ ব্লাউজ পেনি ফ্রক রুমাল ক্রমশঃ কামিজ পাঞ্জাবী, কোট, এই সকল শিখিবে এই সকল কর্ম্মে সংসারের খুব উপকার হয়। শেলাই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। দেখ মা তোমরা এখন বালিকা আছ সময়ে তোমরাই মা হবে,—অদ্য যেমন তোমরা আমার নিকট হইতে লেখাপড়া ও শেলাই শিখিতেছ সময়ে তোমরা আবার তোমাদের কন্যাকে যদি এমনি করে শিক্ষা দাও তবেই পৃথিবীর মঙ্গল। মাতার কর্ত্তব্য কন্যাকে খুব ভাল রকম সংসারের কর্ম্মে শিক্ষা দেওয়া। কারণ তিনি এখন গৃহিণী হয়ে বুঝেছেন এক সময়ে কি কি কর্ম্মের জন্য তাঁকে শ্বাশুড়ি ননদের কাছে সুখ্যাতি অখ্যাতি সহ্য কর্‌তে হয়েছিল এবং সেই সকল কর্ম্ম না জানিবার দরুণ তাঁকে কতই অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হয়েছিল। শুধু সাজাইয়া স্কুলে পাঠাইলেই মাতার কর্ত্তব্য শেষ হয় না—স্কুলে খান কতক বই পড়িয়েই শিক্ষার চুড়ান্ত হইল মনে করা বোকামি। কথায় বলে—

"মা হওয়া, কি মুখের কথা,
যে না বোঝে সন্তানের ব্যাথা"।

প্রশ্ন

মাতা কন্যাকে কি উপদেশ দিলেন।

তিনি শিল্প কর্ম্ম কাহার নিকট শিখেছিলেন ?

শ্রীগড়া আল্‌পনা দেওয়া শিক্ষার প্রয়োজন কেন ? উহা আমাদের কোন ২ সময়ে প্রয়োজনে লাগে বল দেখি।

সাবিত্রী

৬

মহাভারতের সাবিত্রী দ্রৌপদির দৃষ্টান্ত

মাতা—ধীরা তুমি যে মহাভারত পড়িতেছ, কি বুঝিতেছ? দেখ সাবিত্রী অশ্বপতি রাজার কত আদরের একমাত্র কন্যা; রাজকন্যা রাজসুখে প্রতিপালিত কত রত্ন অলঙ্কার কত সহচরী দাসী যাঁহার পরিচর্য্যার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়াইয়া থাকে। সেই সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে বনে এসে কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করে অন্ধ বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বাশুড়ির সেবা যত্ন করিতেন—রান্না, জল তোলা ঘর ঝাঁট প্রভৃতি সকল কার্য্য প্রফুল্ল মনে করিতেন। এখনকার মেয়েরা যাহার পিত্রালয়ে ঝি চাকর বামুন ইত্যাদি আছে হয় তো তাহার শ্বশুর বাড়ীতে ঝি চাকর বামুন নাই। নিজেদেরই গৃহ কর্ম্ম করিতে হয় সেই মেয়ে কতই বিরক্ত হয় এবং মনে মনে ভাবে যে এমন ঘরেও বিবাহ হয়েছিল যে খাটিতে খাটিতে জীবন গেল।

কিন্তু দেখ অশ্বপতীরাজ কন্যা সাবিত্রী ভাবিতেন

শ্বশুর বাড়ীতে এসে শ্বশুর শ্বাশুড়ি প্রভৃতি গুরুজনের সেবা, স্বামী সেবা এই যে কাজ ইহার চেয়ে জীবনে বড় কাজ আর কি আছে আর দেখ, দ্রৌপদী দ্রুপদ রাজার একমাত্র কন্যা, লক্ষ বিন্ধে অর্জ্জুন, দ্রৌপদীকে ঘরে আনিলেন; দ্রৌপদী সেই গরীব ভিক্ষুকদের ঘরে এসেই তখুনি রান্না করিতে গেলেন। দেখ দেখি রাজসুখে পালিত রাজকন্যা হয়ে স্বামীর কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। এবং আসিবা মাত্রই রন্ধন করিতেও কষ্ট দুঃখ বোধ করিলেন না।

"হাঁ মা—পাঁচ ভাই একজনকে বিবাহ করিলেন কেন? একজন বিবাহ করিলেই তো ভাল হইত।

'তখনকার পুত্র পিতামাতার কথা এমনি পালন করিতেন, মাতা বলেছিলেন যা এনেছ পাঁচভাইয়ে ভাগ করে নাও। মাতা ভাবেন নাই যে পুত্ররা মানুষ এনেছে তিনি ঘরের মধ্যে থেকে পুত্রগণকে বলিলেন ভিক্ষা করে নূতন জিনিষ যাহা এনেছ পাঁচজন ভাই ভাগ করে নাও—সেই মাতার কথা অন্যথা হতে পারে না বলে আর দ্রৌপদীর ও শিবের বর ছিল তজ্জন্যই পাঁচ ভাইয়ে দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। লক্ষ্মী অংশে জন্ম দ্রৌপদীর কত

গুণ ছিল মহাভারত পড়িতে পড়িতে সব বুঝিবে। পতিভক্তিপরায়ণা এই সব রাজকন্যাদের কাহিনী পড়ে তোমরা কি শিক্ষা পাইতেছ বল দেখি? এই সব আদরিণী রাজকন্যাগণ—পিতার ঐশ্বর্য্যে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করে স্বামীর কুঁড়েতে এসে ঐ রকম কাজ করিতে কষ্ট বোধ অপমান বোধ না করিয়া নিজেদের ভাগ্যবতী বলে মনে করিতেন। আর তাঁহাদের তুলনায় তোমরা কত তুচ্ছ তোমাদের কি উচিত নয় বিলাসিতা ত্যাগ করে গৃহকার্য্যে সুনিপুণা হওয়া স্বামী শ্বশুর শ্বাশুড়ি পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা যত্ন করা, যাহাতে কাহারও কষ্ট না হয় দেখা, এ সকল বিষয়ে শিক্ষা করা তোমাদের খুব উচিৎ। ঝি চাকর বামুনের উপর নির্ভর করিয়া সংসার ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়। এখনকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঝি চাকর বামুন রাখা একটা বড় মানুষি। এ বিষয়ে আমি তোমাদের একটা গল্প বলিতেছি শুন। আমার সঙ্গে ঐ বড় লোক প্রতিবাসিনী আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন আমার বন্ধু তখন বৈকালিক রান্না করিতেছিল— হঠাৎ এই সব বন্ধু সমাগম দেখে প্রথমে একটু

চমকে গেল। পরে যথাবিহিত আদর যত্ন খুবই করিল কিন্তু আমার সঙ্গি প্রতিবাসিনী সেই বউটির সঙ্গে কিছুতেই মন খুলে মিশিতে পারিতেছিলেন না তিনি কেবল আমার নিকট চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন—"মাগো এদের ঝি নাই চাকর নাই কি করে চলে ভাই? সংসারের কাজ কে করে? আমি বলিলাম একজন ঠিকা ঝি আছে নিশ্চয়। "মাগো এই গরমে কি করে রান্না করে? ইত্যাদি। বাড়ীতে এসে ঐ প্রতিবাসিনী বউটি তাহাদের গরীব সংসারের কত আলোচনা কত কুৎসা করিতে লাগিল। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে বন্ধু বিগড়ে যায়'। কাজেই আমি চুপ করে রহিলাম মনে ভাবিলাম সে বউটি নিজ হাতে গৃহ কার্য্য করে বেশ সুখে আছে তো; এবং তাহার স্বামী পুত্র সকলেই সুখি। আর তোমার স্বামী অত টাকা উপার্জ্জন করে আনিতেছেন। এবং এত দাস দাসী রেখেছেন কিন্তু দিবা রাত্র তাঁর চিৎকার শুনে শুনে পাশের বাড়ী থেকে আমাদের দুঃখ হয়। কাপড় দেনা রে—ওরে নেতা বালতিতে জল ধরে রাখিস নাই কেন? সাবানের কৌটা এখানে নাই টুথ পাউডারের কৌটা যদি

পাইলাম তো বুরুষ নাই কেন—রে?” —ইত্যাদি ইত্যাদি চীৎকার প্রায়ই শুনি—কোন দিন বা শুনি, “ঠাকুর বেলা হয়ে গেল—সাড়ে ৯টা বেজে গেছে তোমার এখনো রান্না হইল না? চুলায় যাক্ তোমার রান্না—আজ আমার খাওয়া হবে না। দেখিলাম ঠাকুর দৌড়াইতে দৌড়াইতে ভাত ডাল ঝোল এনে হাজির করিল একে জ্যৈষ্ঠ মাস তাহার উপর ঐ সদ্য উনান হইতে নামানো ভোজ্য দ্রব্য দেখে বাবুর মেজাজ আরো গরম হয়ে গেল; তিনি সশব্দে পা দিয়ে থালা শুদ্ধ ভাত ডাল ফেলে দিয়ে আফিস চলে গেলেন পাশের বাড়ী থেকে আমি এই সব কাণ্ড দেখে অবাক। আমার প্রতিবাসিনী তখন ঠাকুরকে খুব বকিতেছিলেন ‘রোজ রোজ তুমি বেলা করে আস্‌বে তোমাকে নিয়ে আর চল্‌বে না অন্য বামুন দেখ্‌তে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি ঝি চাকরের উপর ও খানিক ঝাল ঝাড়িলেন, শেষে নিজে আহার আদি করে বিছানায় শুয়ে ঘুমাইতে লাগিলেন। আমি ঘরকরণার কার্য্য করিতে করিতে কেবলি ভাবিতে লাগিলাম আহা বেচারির আজ সারাদিন পেটে ভাত গেল না। এই তো লোক জন রেখে স্বামীকে সুখী কোরেছেন।

যে স্ত্রী নিজের গতরের অভাবে স্বামী পুত্রকে সুখি করতে পারে না তিনি আবার অন্য লোকে কার্য্য করিতেছে দেখে, নাসিকা কুঞ্চিত করেন এটা বড়ই অন্যায় যাহার যেমন প্রয়োজন সে তেমনি ঝি চাকর রাখিবে, তজ্জন্য আমার আছে উহাদের নাই এরকম কথা মনে করাই অন্যায় (মানিতেছি বড় সংসারে ঝি চাকর না রাখিলে চলে না বটে)। কিন্তু বামুন না হলে চলে না কেন? যাহাদের বড় সংসার তাহাদের পাঁচজন আপন লোক সংসারে থাকেই। সকলে মিলে মিশে পালা করে রান্নার কার্য্যে করিলে তো বেশ হয়, কাহারো গায়ে লাগে না। দেখ সন্তান প্রতিপালন আর রান্না কার্য্যটি কারো হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে নাই, কিন্তু এখন এই দুইটি কার্য্যেই বেশির ভাগ স্থানে দেখি পরের দ্বারাই হয়। বামুন রেখে এঁরা এমন নিশ্চিন্ত হন, যে একটু দেখাইয়া দেওয়া সে পরিষ্কার ভাবে রান্না করিতেছে কি না সে বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বলে মনে করেন না। বামুনের রান্না অতি কদর্য্য তাড়াতাড়ি আধ সিদ্ধ আধ কাঁচা নানা, রকম ভাবে উহারা রান্না করে, এখন এই সব উড়ে বামুনের হাতের কদর্য্য রান্না খেয়ে

স্বামী পুত্রের শরীর খারাপ হয়, সেই জন্য বলিতেছি স্বামী পুত্রকে নিজ হাতে রান্না করে খাওয়ানো উচিৎ। ইহাতে অপমান নাই তা তিনি যত বড়লোকই হউন যে স্বামী পুত্রের মঙ্গলের জন্য বঙ্গ রমণী অকাতরে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন সেই স্বামী পুত্রের তৃপ্তির জন্য নিজ হাতে রান্না কি এতই কষ্টের আমার হাতের রান্না খেয়ে গুরুলোকে তৃপ্ত হয়ে কত সুখ্যাতি করিবেন আহা মা কি রান্না কোরেছ যেন অমৃত বড় ক্ষুধা পেয়েছিল পেটপুরে আহার করিলাম। বাড়ীতে গুরুজন অতিথি এসে ঐ রকম ভাবে তৃপ্ত হয়ে আহার করে যে আশীর্ব্বাদ করেন ইহার চেয়ে পুণ্য কি আছে?

নিজ হাতে করি পাক, ডাল ভাত মাছ শাক্।
স্বামী পুত্র আত্মীয়কে করাইতে ভোজন
এ হেন পুণ্যের কাজ করিতে গ্রহণ
পুণ্যবতী বঙ্গরমণী করে না হেলন।

দেখ পৃথিবীতে আর্য্যনারীর নাম চিরস্মরণীয় আছে। আমাদের বঙ্গরমণীর নামও বড় কম নয়। গৃহদেবতার সেবায়, গুরুজন সেবায়, অনাথ আতুরের সেবায়, গৃহপালিত পশুর সেবায়, এই সেবা-কর্ম্মে কাহারা সিদ্ধহস্ত; আমাদের বঙ্গরমণীরা নয় কি? আশ্রিতকে

আশ্রয় দান, ক্ষুধিতকে অন্ন দান, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান, পরদুঃখে অশ্রু দান—এত দান কাহার আমাদের বঙ্গরমণীর নয় কি? হাসিমুখে আধপেটা খেয়ে স্বামী পুত্রের মঙ্গলের জন্য কোন রমণী অটল বিশ্বাসের সহিত দুইবেলা তুলসীতলায় প্রণাম করে, কাহার এত বিশ্বাস ভক্তি, আমাদের বঙ্গরমণীর নয় কি? এই বঙ্গরমণীর এত নাম এই নাম তোমরা ডুবাইও না। তোমাদের হীন বল ও অশিক্ষাতেই সব নষ্ট হইতেছে তাই বলি বাল্যকাল থেকে বালিকাদের ভাল আহারের ব্যবস্থা কর, সংসারের কর্ম্মে ব্যায়াম করাও এবং সৎশিক্ষায় তাহাদের গঠিত কর।

প্রশ্ন

মহাভারতের সাবিত্রী দ্রৌপদীর বিষয় যাহা জান নিজ ভাষায় বল। ঐ সংলগ্ন গল্পটি পাঠে তোমরা কি বুঝিলে বল আর্য্যনারী কাহাকে বলে, তাঁহারা চিরস্মরণীয় কেন?

৭

সতী চরিত্র

এই যে দুর্গা পূজার সময় মা দুর্গার আবাহনসঙ্গীতে আনন্দে প্রাণ নিত্য করে। সেই সতীকুলরাণী মা দুর্গার কথা বলি শুন। দুর্গা গিরীরাজের কত আদরের একমাত্র কন্যা ছিলেন। জগজ্জননী দুর্গাকে ভক্তেরা নানা রকম নামে ডাকিতেন কিন্তু মেনকারাণী আদরের নাম রেখেছিলেন 'উমা'। উমাকে গিরিরাজা বালিকাবয়সে বিবাহ দিয়েছিলেন শিবের সঙ্গে। বিবাহের পর উমা স্বামীর সঙ্গে স্বামীর বাড়ীতে (কৈলাসে) গিয়ে দেখিলেন শ্বশুর শ্বাশুড়ি কেহ নাই স্বামী তা তিনিও বেশ প্রাচীন তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের ধ্যানে থাকেন শিব সংসারী হয়েও সংসার-ত্যাগী, মহাযোগী; কাজেই গৌরীও হাসি খেলা দূরে ফেলিলেন তিনিও গম্ভীর হয়ে পড়িলেন। (স্বামীর চেলা নন্দী ভৃঙ্গি অনেকগুলি আছেন) তাহাদের যত্নের দ্বারা বশ করে তাহাদের মা হয়ে পড়িলেন। যে আসে তাহাকেই মাতার মত যত্ন

করেন, কৈলাসবাসি সকলেই উমার গুণে উমাকে মায়ের মত জ্ঞান করেন। যে বালিকা উমা পিত্রালয়ে মাতার কোলে বসে আহার করিতেন, সেই উমা স্বামীর ঘরে এসে অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি ধারণ করে সকলকে আহার করাইতেন। শিবের কত ঐশ্বর্য্য ছিল, কত ধন দৌলত হীরে জহরতের গহনা কিন্তু উমা এ সকল কিছুই পরিতেন না। শিবের একজন ধন রক্ষক ছিল তাহার নাম কুবের। কুবেরের স্ত্রী উমাকে সাজাইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইতেন কিন্তু স্বামী সর্ব্বত্যাগী বলে উমা কিছুই বসন ভূষণ পরিতেন না। তিনিও সর্ব্বত্যাগিনী যোগিনী মূর্ত্তি ধারণ করে থাকিতেন উমার তুই হাতে তুইগাছি মেটে রুলি থাকিত। স্বামী শ্মশানবাসী ছিলেন শ্মশান শিবের প্রিয় স্থান ছিল। সেই জন্য উমাও শ্মশানবাসিনী ছিলেন। ওদিকে মেনকারাণীর কাছে নারদ ঋষি গিয়ে কৈলাসে শিবের ঘরে উমা কেমন আছেন এ সংবাদ মাঝে মাঝে দিয়ে আসিতেন। ঐ নারদ ঋষি সম্বন্ধ করে শিবের সঙ্গে উমার বিবাহ দিয়েছিলেন, তখন শিবের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা বলেছিলেন এবং অনেক তপস্যার ফলে তোমার উমা শিবের মত বর পাইবেন এই সকল কথা বলে শিবের সঙ্গে বিবাহ

উমার সজ্জা

দিলেন। (নারদ ঋষি খুব রঙ্গপ্রিয় ছিলেন) নারদ রঙ্গ করে মেনকারাণীর মন বুঝিবার জন্য বলিতেন, তোমার উমা কৈলাসে দুঃখ কষ্ট পাইতেছেন—তাঁর পেটে অন্ন নাই, মাথায় তৈল নাই, এই সব বলে মেনকারাণীকে ক্ষেপাইতেন। মেনকারাণী গিরিরাজের কাছে কান্নাকাটি করিতেন, বলিতেন—শীঘ্র আমার উমাকে এনে দাও, উমাকে না দেখে আমি থাকিতে পারিতেছি না। গিরিরাজেরও বাড়ী শূন্য, উমার জন্য তাঁরও প্রাণ অস্থির হয়, কিন্তু তিনি পুরুষ অধৈর্য্য হইতেন না। যাহা হোক; একদিন গিরিরাজা কৈলাসে শিবের নিকট গিয়ে উমাকে গিরিপুরে লইয়া যাবার জন্য বলিলেন। উমাকে বলিলেন, তোমার মা কেঁদে কেঁদে পাগলিনীর মত হইয়াছেন, আমার বাড়ী অন্ধকার, তুমি মা চল। উমারও ইচ্ছা মার কাছে একবার যাইতে; কিন্তু শিবের যদি কষ্ট হয় সেই জন্য যাইতে চাহিতেন না। এক্ষণে পিতার মুখে মার কথা শুনে আর থাকিতে চাহিলেন না; তিনি শিবের নিকট গিয়ে পিত্রালয়ে যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। পিতা লইতে এসেছেন, আজ্ঞা করুন পিত্রালয়ে যাইব। শিব দুর্গাকে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতেন না—দুর্গা সিদ্ধি তৈয়ারী করিবেন,

দুর্গা খাইতে দিবেন, ভোলা ভুলেই থাকেন, তাঁকে সকল বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। শিব দেখিলেন, দুর্গার একান্ত ইচ্ছা একবার পিত্রালয়ে যান। তাই তিনি কোনমতে তিনটি দিনের জন্য রাজী হইলেন। তখন কুবেরের স্ত্রী উমাকে নানা রত্ন অলঙ্কারে সাজাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে তো বলিয়াছি উমা সর্ব্বত্যাগিনী ছিলেন, মহাযোগী স্বামী সর্ব্বত্যাগী বলে তিনিও যোগিনী মূর্ত্তি ধারণ করে থাকিতেন। কিন্তু পিত্রালয়ে যাইবার সময় উমা সর্ব্ব অলঙ্কারে সজ্জিত হইলেন, কেননা ইহাতে স্বামীর মুখ উজ্জ্বল হইবে। কতদিন পরে তিন দিনের জন্য উমা পিত্রালয়ে চলিনেন। গিরীপুরে আনন্দ কোলাহল পড়িল, মেনকারাণী ছুটে এসে উমাকে কোলে তুলে লইলেন এবং নানা রকম কথাবার্ত্তার পর মেনকারাণী উমাকে স্বামীর ঘরে কেমন ছিলেন সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এই গান দুইখানি থেকে মাতার জিজ্ঞাসা এবং কন্যার উত্তর তোমরা ভালরকম বুঝিতে পারিবে বলে বলিতেছি।

"উমা আমার কেমন ছিলে হরেরি ঘরে,
শুনেছি ঈশান নাকি শ্মশানেতে বাস করে।

পরে সদা বাঘাম্বর ভস্মমাখা কলেবর,
অহি সদা শিরোপরি, থাক গৌরী কেমন করে
সত্য কি মা অন্নবিনা, উপবাসি থাক উমা ;
দিনান্তে অন্ন জোটে না, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
গঙ্গা নামে সতী নাকি, সতত মস্তকে রাখি,
শুনেছি 'পিনাকী' নাকি অধিক যতন করে
রাজার নন্দিনী তুমি, কেন ক্লেশ সহ শুনি—
শুন গো ঈশানি রাণী, আর না পাঠাব তোরে।

মা তো অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, রাজার কন্যা হয়ে তুমি কেন এত ক্লেশ সহ্য করিতেছ, আমার নিকট থাক আমি তোমাকে আর পাঠাইব না—কিন্তু কন্যা কেমন উত্তর দিলেন দেখ,—উমা মনে মনে ভাবিলেন, মাকে এই সকল কথা কে বলেছে নিশ্চয় সেই বুড়া নারদ ঋষির কর্ম্ম এক্ষণে ঠিক কথা বলিলে মার প্রাণে কষ্ট হবে তজ্জন্য তিনি মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন,—

"ছিলাম ভাল, জননী গো, হরেরি ঘরে,
কে বলে, জামাই তব শ্মশানেতে বাস করে—
যে ঘরেতে বাস করি, বর্ণিতে নারি মাধুরি,
নিলকান্ত আদি করি কত রত্ন শোভা করে।

যেন কত রবি শশী, উদয় হয়েছে আসি,
জানি নাই দিবা নিশি, কখন যাতায়াত করে—
পরেন বটে বাঘাম্বর, জামাই তব বিশ্বেশ্বর,
ভস্মমাখা কলেবর অহি সদা শিরপর ॥
কিন্তু সেই শিবের চরণে পারিজাত আভরণে
দেবরাজ এক মনে মস্তক নমিত করে
ষড়ৈশ্বর্য্য আছে যাঁর ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর
অজ্ঞানে না বুঝে সার ভিক্ষাজীবী বলে হরে" ॥

উমা এমনি করে মাতাকে বুঝাইয়া দিলেন, মার কাছে কতই সুখ শান্তির কথা বলিলেন। নারীর গৌরবের স্থল স্বামীর ঘর, সতীর প্রাণে পতি নিন্দা সহ্য হয় না, তাই উমা ভাল করে মাতাকে স্বামীর অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা বুঝাইয়া দিলেন বলিলেন, মা আমি কোন রকম কষ্টে নাই খুব সুখেই আছি। তখন ছল ছল চক্ষে মেনকারাণী উমাকে বলিলেন, যদি এসেছ মা তবে আর কিছু দিন থাক, এরি মধ্যে আমার বাড়ী অন্ধকার করে যেও না। উমা বলিলেন, কি করিব মা, স্বামীর কষ্ট হবে, আর, স্বামী আজ্ঞা তো অমান্য করিতে পারি না।

"তিন দিনের জন্য পাগল আমার,
থাকিতে বলিল ভবনে তোমার,

চতুর্থ দিন হলে আসিবে সকলে,
নতুবা রাখিতে নারিব পরাণ।

কাজেই উমা তিন দিনের অধিক পিত্রালয়ে থাকিতেন না।

দেখ দেখি কি রকম মেয়ে, কি স্বামীভক্তি লোকে উপমা দেয়, কি রূপ যেন দুর্গাপ্রতিমা। অত রূপ অতুল ঐশ্বর্য্য, অসীম পিতামাতার ভালবাসা, সকলি ত্যাগ করেছিলেন। স্বামীর ঘরই তাঁর প্রিয় বস্তু, স্বামী যেভাবে থাকিতেন তিনিও সেইভাবে থাকিতেন এই জন্যই সতীকুলরাণী সতীর প্রধানা। লক্ষ্মী অংশে কন্যার জন্ম, লক্ষ্মী মেয়ের কখনও দুঃখ হয় না।

মদ্যপায়ী, চরিত্রহীন, কৃপণ, বদ্‌রাগী, ক্রুদ্ধমেজাজের যে কোন প্রকৃতির স্বামীর হাতে পড়ুক না কেন—লক্ষ্মী মেয়ে নিজের গুণে পাথরকে সোনা করে আনে। আর দেখ, মন্দ স্বভাবের মেয়েরা, সোণার সংসার ছারে খারে দেয়, কত উপার্জ্জনক্ষম ভাল স্বামী, এই রকম মন্দ স্বভাবের স্ত্রী লইয়া অসুখি অশান্তি হয়ে চরিত্রহীন হয় এবং চিররুগ্ন হয়ে সকল সুখের পথে কাঁটা দেয়। দেখ মা, মেয়ে মানুষের সহ্যর চেয়ে গুণ নাই এবং লজ্জার চেয়ে অলঙ্কার নাই।

প্রশ্ন

সতী-চরিত্র পাঠে তোমরা কি বুঝিলে? গানদুইখানির অর্থ বল? সতী-চরিত্র পাঠে যাহা বুঝিয়াছ নিজের ভাষায় তাহা আবৃত্তি কর। সতী কে? তিনি কাহার স্ত্রী? কাহার কন্যা বল?

৮

সহধর্ম্মিণী

সহধর্ম্মিণী কাহাকে বলে? আদর্শ বালিকা সারদামনি দেবীর বিষয়টি পাঠ করিলে সহধর্ম্মিণী কাহাকে বলে তোমরা বুঝিতে পারিবে। এই বালিকা সারদামনি দেবী বাঁকুড়া জেলা জয়রাম বাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এক মাত্র আদরিণী কন্যা। পঞ্চম বর্ষ বয়সে ইহার সহিত পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বিবাহ হয়—সাধু রামকৃষ্ণ দেবের কথা তোমরা হয়তো শুনিয়া থাকিবে—মহাত্মা সাধু রাম-কৃষ্ণ গৃহস্থের পুত্র গৃহি ছিলেন। সংসারাশ্রমে ইহার নাম ছিল গদাধর, হুগলি কামারপুকুর গ্রামে গদাধরের জন্ম। ইনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পুরোহিত ছিলেন। সাধনার বলে ইনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। চব্বিশ বৎসর বয়স্ক গদাধরের সহিত পঞ্চম বর্ষীয়া সারদামনির বিবাহ হয়। এই বালিকা কি রূপ ত্যাগ স্বীকার করে সর্ব্ব বিষয়ে স্বামীর ধর্ম্মের সহায়তা করিয়া কালে মহিয়সী গরিয়সী নারী হইয়াছিলেন,

বালিকা-জীবন

এই নিম্নলিখিত বিষয়টি পাঠ করিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে। আদর্শ বাল্কিকা সারদামনির চরিত্র অতীব মধুর, আমি সংক্ষেপে বলিতেছি শুন,—গরীব গৃহস্থ সংসারের বধু হইয়া বালিকা সারদামনি দেবী শ্বশুর বাড়ী আসিলেন; শ্বাশুড়ি চন্দ্রাদেবী প্রতিবাসী জমিদারের বাড়ী হইতে কয়েক খানি সোনার গহনা চাহিয়া এনে বালিকা বধুকে বিবাহের সময় সাজাইয়াছিলেন। বিবাহের উৎসব চুকিয়া গেলে চন্দ্রাদেবী যাহাদের গহনা তাহাদের ফিরাইয়া দেবার জন্য নিদ্রিতা বধূর গা হইতে গহনা গুলি খুলিয়া রাখেন। বালিকা ঘুম থেকে উঠে নিজের অলঙ্কার শুন্য গা দেখে শ্বাশুড়িকে বলিলেন—মা আমার গায়ের গহনা কোথায় গেল? শ্বাশুড়ি চন্দ্রাদেবী বালিকা বধুকে আদর করে কোলে তুলে লইয়া বলিলেন মা, গদাধর তোমাকে ভাল ভাল সোনার গহনা পরে গড়াইয়া দিবে "ও গুলিপরের গহনা", বালিকা সজল নয়নে ঘাড় নেড়ে বলিল আচ্ছা (পরে স্বামী গদাধরের নিকট হইতে সারদামনি আর স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার পান নাই বটে কিন্তু তিনি স্বামীর নিকট হইতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অলঙ্কারে অন্তর ভর্ত্তি করেছিলেন বলে সামান্য স্বর্ণের অলঙ্কারের কামনা কখনো করেন নাই।

বালিকা-জীবন

সারদামনি ক্রমশঃ বড় হইয়া, কিশোর বয়সে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে ঘর সংসার করিতে লাগিলেন। সাধু সন্ন্যাসী স্বামীর সহিত তাঁহার কোনরূপ দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না। গদাধর দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতেই বেশীর ভাগ থাকিতেন, সারদামনি দেবী বালিকা বয়স থেকেই খুব বুদ্ধিমতি ছিলেন, সংসারের ভোগ সুখই যে প্রধান তিনি তাহা মনে করিতেন না। সারদামনি কিশোর বয়স থেকেই ত্যাগ সুখকে আলিঙ্গন করে লইয়া ছিলেন, যে কিশোর বয়সের বালিকাগণ না না রকম বিলাসের লালসায় স্বামীকে উদ্ব্যস্ত করিয়া বসন ভূষণের বাহনায় অক্ষম, স্বামীর মনে কষ্ট দেয়, সেই বয়সের মেয়ে সারদামণী সাধুসন্ন্যাসী স্বামীর ধর্ম্মের উন্নতির দিকে লক্ষ করে কায়মন প্রাণে স্বামীর সেবা, শ্বাশুড়ির সেবা, স্বামীর শিষ্যদের রন্ধন ইত্যাদি কার্য্য লইয়া মনের আনন্দে থাকিতেন। সতীকুলরাণী বালিকা গৌরীর মত ইনিও পাগলা ক্ষ্যাপা যোগী স্বামীর সেবা করে এবং তাঁর শিষ্যদের সেবা যত্নের দ্বারা বশ করে সকলকার মা হয়েছিলেন। যে তরুণ বয়সের চঞ্চলমতি বালিকাগণ লঘু গুরু জ্ঞান না করে মুখের কটু কথার দ্বারা আত্মীয় স্বজনের প্রাণে ব্যথা দেয়, সেই বয়সের বালিকা সারদামণি মিষ্ট কথার দ্বারা

ডাকাতকে বশ করেছিলেন। নিম্নলিখিত গল্পটি পাঠে তোমরা সেই কাহিনী বুঝ্‌তে পার্‌বে—

অল্প পয়সায় এত সস্তার গাড়ীভাড়া তখনকার কালে ছিল না। আর তখনকার লোকদের অর্থাভাব ও ছিল সেই জন্য সেকালের লোকেরা সহজেই গাড়ী-ভাড়া করে আনাগোনা করিতে পারিতেন না। সে কালে সারদামণি দেবী ও অনেক সময় জয়রাম বাটী ও কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতেন। যাতায়াতের মধ্যে চার পাঁচ ক্রোশ ব্যাপী তেলো ভেলো ও কৈকালার মাঠ উত্তীর্ণ হইতে হইত। ঐ বৃহৎ প্রান্তরদ্বয়ে তখন নরঘাতক ডাকাতদের ঘাটী ছিল। প্রান্তরের মধ্যভাগে এখনো এক ভীষণ কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এই তেলো ভেলো ডাকাতে কালীর পূজা করিয়া ডাকাতরা নরহত্যায় ও দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইত। এই কারণে লোকে দল বদ্ধ না হইয়া এই প্রান্তর অতিক্রম করিতে সাহস করিত না। একবার রামকৃষ্ণদেবের এক ভাইপো ও ভাই ঝি এবং অপর কয়েকটি স্ত্রীলোক ও পুরুষের সঙ্গে সারদামণি দেবী পদব্রজে কামার-পুকুর হইতে আসিতেছিলেন। আরামবাগে পৌঁছিয়া তেলো ভেলো ও কৈকালের প্রান্তর সন্ধ্যার আগেই

পার হইবার যথেষ্ট সময আছে ভাবিয়া সারদামণীর সঙ্গিগণ ঐ স্থানে তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলেন, যাহাতে সন্ধ্যার আগে ঐ মাঠ পার হওয়া যায় তাহাই ইচ্ছা কিন্তু সারদামণি দেবী পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া সঙ্গীদের সহিত চলিতে না পেরে পিছাইয়া পড়িতেছিলেন। তাহারা বার বার অগ্রগামী হইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তিনি নিকটে এলে আবার চলিতে থাকেন। শেষ বার তাঁহারা সারদামণিকে বলিলেন এইরূপে চলিলে এক প্রহর রাত্রের মধ্যেও প্রান্তর পার হইতে পারা যাইবে না। সকলকে ডাকাতের হাতে পড়িতে হইবে। এতগুলি লোকের অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া সারদামণি মনে মনে লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন,—তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা না করে, একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে পৌঁছাইয়া বিশ্রাম কর গে। আমি যত শীঘ্র পারি তোমাদের সহিত মিলিত হচ্ছি। ঐ কথা শুনিয়া এবং বেলা বেশী নাই দেখিয়া সঙ্গীগণ জোরে হাটিতে লাগিল ও শীঘ্র দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। সারদামণি দেবীও ক্লান্তি সত্ত্বেও যথাসাধ্য দ্রুত চলিতে লাগিলেন। এদিকে সন্ধ্যা আগত দেখিয়া তিনি বিষম চিন্তিতা হইয়া একাকী কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় দেখিলেন,—দীর্ঘকায়

ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ লাঠি কাঁধে লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে, তাহার পিছনেও তাহার সঙ্গীর মত কে যেন একজন আসিতেছে মনে হইল। বুদ্ধিমতি সারদামনি পলায়ন বা চিৎকার না করিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটা তাঁহার কাছে আসিয়া কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কে গা! এ সময় এখানে একা দাঁড়াইয়া আছ? সারদামণি বলিলেন,—"বাবা আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমিও বোধ হয় পথ ভুলেছি তুমি বাবা আমাকে সঙ্গে করে যদি আমার সঙ্গিদের নিকট পৌঁছে দাও; তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমনির ৺কালী বাড়ীতে থাকেন। আমি তাঁর নিকট যাইতেছি। তুমি যদি সেখানে পর্য্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও, তাহলে, তিনি তোমায় খুব আদর যত্ন করিবেন। এই কথা গুলি বলিতে না বলিতে পিছনের দ্বিতীয় লোকটিও তথায় আসিয়া পৌঁছিল। সারদামনি দেবী দেখিলেন সে স্ত্রীলোক ঐ পুরুষটির পত্নী তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ আশস্ত হইয়া, তিনি তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, মা আমি তোমার মেয়ে। সারদা সঙ্গিরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলাম। ভাগ্যে বাবাও তুমি এসে পড়িলে তাই রক্ষা, নৈলে, কি করিতাম বলিতে পারি না।

দেখ সারদামণি এমনি অনুগত হইয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে মা বাবা সম্বন্ধ পাতাইয়া লইলেন যে নরহত্যাকারী দস্যু ও তাহার পত্নীর প্রাণ স্নেহে গলিয়া গেল। ইহারা সারদামণিকে কন্যার মত যত্নে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। এই সেবাময়ি প্রীতিময়ি স্বাত্বিক প্রকৃতির বালিকাকে পত্নী পত্নীরূপে পাইয়া রামকৃষ্ণ দেবও ধন্য হয়েছিলেন।

প্রশ্ন

সহধর্ম্মিণী কথার অর্থ বল ?

ধর্ম্মের অলঙ্কার কি ?

৯

পরদুঃখ কাতর হৃদয়

দেখ মা, লীলা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে একটা চড়াইপাখী ধরেছে। “লীলা! শীঘ্র চড়াই পাখী ছেড়ে দাও আহা দেখ তো ভয়ে উহার বুক টিপ্ টিপ্ করছে।

(লীলা) আমি উহাকে একটু আদর করে এখুনি ছেড়ে দিব। “মা—না তোমার আদর করিতে হবে না, তুমি যাহাকে আদর বলিতেছ উহার কাছে তাহা ভয়ানক শাস্তি। এই যে অবলা জন্তু উহারা তোমরা কোন অনিষ্ট করে নাই, শুধু শুধু উহাদের কষ্ট দিলে মহাপাপ হবে। অনেক বালক ও বালিকা এই রকম করে পাখী ধরে, কেউ বা গাছে উঠে পাখীর ছানা পাড়ে, এই রকম কার্য্য অতি খারাপ। অল্প বয়সের বালক বালিকাদের জ্ঞান নাই, পাপ পুণ্যের বিচার নাই,—উহারা ঐ রকম পাখী ধরে আমোদ করে খেলা করে

উহাদের পিতামাতা দিগের তো বিলক্ষণ জ্ঞান আছে, তাঁহাদের এ বিষয়ে সন্তানগণকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

কিন্তু, অধিকাংশ পিতা মাতা দেখেও দেখেন না, তাঁহারা মনে করেন, আমোদ করে খেলা ক'রছে, পরে ছেড়ে দিবে। এ দিকে সেই আমোদের চোটে ভয়ে কষ্টে পশুটির যে জীবন গেল, সে বিষয়ে লক্ষ করেন কি? ভগবানের সৃষ্ট জীব; কাহাকেও কষ্ট দিতে নাই। পরদুঃখে যাহাদের হৃদয় কাতর না হয় তাহার জীবন বৃথা।

অদ্য তোমাদের একটি পরদুঃখকাতর হৃদয়ের কথা বলি শুন,—

শুদ্ধোধন নামে কপিলাবস্তুর এক রাজা ছিলেন। ঐ রাজার বহু কামনা সাধনার পর একটি পুত্র হইল। সেই পুত্রের নাম ছিল বুদ্ধ। বুদ্ধদেবের মন বাল্যকাল হইতেই দুঃখীর দুঃখে কাতর ছিল। সামান্যতেই তাঁহার মন উদাস হইয়া যাইত। এক মাত্র পুত্রের ঐ রকম উদাস ভাব দেখে, পিতা পুত্রকে নানা রকম সুখ বিলাসে ভাসাইয়া রাখিতে সতত চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পুত্রের মন সর্ব্বদাই অনাথা আতুরের সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত হইত। একদিন এক খঞ্জ অতি

কষ্টে পথ হাঁটিয়া যাইতেছিল বুদ্ধদেব সেই সময় রথা-রোহনে যাইতেছিলেন, তিনি তখনই নামিলেন, আমি সুস্থ্য শরীরে রথারোহণে যাইব, আর ঐ খোঁড়া মানুষ হাটিয়া যাইতেছে। বুদ্ধদেবের চরিত্র পড়িলে তোমরা বুঝিতে পারিবে কি চমৎকাব পরদুঃখ কাতর প্রাণ এবং কি চমৎকার ভগবান ভক্তি অতুল ঐশ্বর্য্য পদদলিত করে ব্যাথিতের ব্যথা মোচন করিতে চলিয়া গেলেন। দেখ বাছা, পৃথিবীতে নিজের সুখভোগটাই যে প্রধান তাহা নয়।

প্রশ্ন

পরদুঃখ কাতর হৃদয় কাহাকে বলে ?

এই গল্পটি পাঠে তোমরা কি শিক্ষা পাইলে বল।

পরদুঃখে কাতর মহাপ্রাণ বুদ্ধদেবের বিষয় যাহা জান, তাহা বল।

১০

পাপের ভাগী কেউ হয় না

দেখ মা তোমাদের এখন বুদ্ধি অল্প, পাপ পুণ্যের বিচার কম ; আর তোমাদের বা বলিব কি, কত প্রবীণ ব্যক্তি জেনে শুনে পাপ কর্ম্ম করিতেছে, কত লোকের বিষয় ফাঁকি দিয়ে লইতেছে, কত অসহায় স্ত্রীলোককে ঠকাইতেছে, কত রকমের কত পাপ এই পৃথিবীতে দিবারাত্র মানুষ করিতেছে ক্ষণিক সুখের জন্য চিরস্থায়ী পাপকে সঙ্গের সাথি করে অনন্ত দুঃখের পথকে পরিস্কার করিতেছে পূণ্যের ভাগ ও কেহ লইতে পারে না পাপের ভাগী ও কেহ হইতে চায় না! কিন্তু স্ত্রী পুত্রের জন্য কিম্বা নিজের সুখের জন্য মানুষ করিতেছে না কি ? অদ্য তোমাদের রামায়ণের বাল্মীকি মুনির কথা বলিব। রত্নাকর নামে এক দস্যু ছিল। মাতা স্ত্রী কন্যা পুত্র এই সকলকে প্রতিপালন করিবার জন্য দস্যুতা করিত। গভীর জঙ্গলে এই দস্যু থাকিত, যে কেহ পথভ্রান্ত পথিক পথ ভুলে উহার সামনে এসে পড়িত, তাহাকেই

ঐ রত্নাকর দস্যু নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে যথা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। এই রকমে পাপের ভার বেড়ে চলেছে। একদিন নারায়ণ নারদ ঋষিকে পাঠাইয়া দিলেন, রত্নাকর দস্যু বড়ই পাপ করিতেছে উহাকে একটু চৈতন্য করে দাও। তখন নারদ এসে সেই বনে প্রবেশ করিলেন। অমনি দস্যু ছুটে এসে নারদকে ধরিল নারদ বলিলেন, দেখ আমার সব নাও, কিন্তু আমাকে প্রাণে মারিওনা—আমার একটি কথা আছে সেই কথাটির উত্তর দিয়ে তোমার যা ইচ্ছা হয় করিও। দস্যু কিছুতেই শুনিবে না—বুড়া ঋষির একখানা গেরুয়া কাপড় একখানা গেরুরা চাদরে কতই বা হবে, রাগে দস্যু নারদকে মারিতে চাহিলেন। নারদ অনেক প্রকারে বুঝাইলেন তখন নারদকে গাছে বেঁধে রেখে দস্যু বলিল, কি কথা আছে বল? নারদ বলিলেন, আচ্ছা তুমি যে এত পাপ করিতেছ এই যে, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমাকে মেরে ব্রহ্ম হত্যার পাপ করিবে। এই রকম অরো কত পাপ করিয়াছ, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি এই যে এত পাপ করিতেছ কাহার জন্যে? দস্যু বলিল কেন,—আমার ঘরে—স্ত্রী আছে, পুত্র কন্যা মাতা সব আছে, তাহাদের প্রতিপালনের জন্য। নারদ বলিলেন

তাহারা কি কেহ তোমার এই পাপের ভাগী হবে” ? এই যে পাপ, এই পাপের শাস্তি অনন্ত নরক ; ইহার ভাগ কি কেউ লইবে। নারদ বলিলেন আচ্ছা তুমি তো আমাকে বেঁধে রেখেছ, আমি কোথাও পালাব না ; তুমি একবার বাড়ী গিয়ে, তোমার মাতাকে, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে এসো দেখি। দস্যু কিছুতেই যাইবে না, অনেক বলা কহার পরে দস্যু ঘরে গেল গিয়ে মাতাকে সম্মুখে দেখে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ মা, আমি এই যে অর্থ এনে তোমাদের প্রতিপালন করিতেছি ইহা যদি পাপের অর্থই হয়, তবে, সেই পাপের ভাগ কিছু কিছু তোমরা সকলেই লইবে তো ? মাতা বলিলেন “সেকি বাছা তুমি পাপ করে অর্থ আনিতেছ, কি পুণ্য করে আনিতেছ, সে খবর আমি কি জানি, অনেক দুঃখে কষ্টে তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছি, তুমি এখন বড় হয়ে বৃদ্ধ মাতাকে প্রতিপালন করিবে, ইহা তো তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহার জন্য আমি পাপের ভাগী হব কেন।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে স্ত্রীও বলিল আমাকে প্রতিপালন করিবার ভার নিয়ে বিবাহ করিয়াছ তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তুমি করিবে ; সে জন্য আমি কেন পাপের ভাগী হব। পুত্রকন্যারাও বলিলেন

বাল্যকালে তুমি আমাদের প্রতিপালন করিতেছ তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, আমরা তোমাকে তখন প্রতিপালন করিব। ইহার জন্য পাপের ভাগী হব কেন। তখন দস্যুর মুখ শুকাইয়া গেল। সে তখন নারদ ঋষির কাছে এসে বলিল, ঠাকুর! আমার উপায় তোমাকে করিতে হবে। তুমি ঠিক বলিয়াছ—পাপের ভাগ কেহ নিতে চাহিল না। আমি অনেক পাপ করিয়াছি অনেক নরহত্যা স্ত্রী হত্যা কত পাপ করেছি। যাহাদের জন্য এত পাপ করিলাম তাহারা কেহই তো পাপের ভাগ লইবে না এখন আমার উপায় কি হবে ঠাকুর, আমাকে উদ্ধার কর—এই বলে সেই বিপুলকায় নরঘাতক দস্যু বালকের মত নারদ ঋষির পায়ে লুটাইয়া পড়ে কাঁদিতে লাগিল তখন নারদ রত্নাকর দস্যুকে হাত ধরে তুলিলেন এবং বলিলেন স্নান করে এসো তোমাকে মন্ত্র দিব এই মন্ত্র অনবরত জপ করিলে তুমি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে। রত্নাকর দস্যু জ্ঞানপাপী ছিলেন না অজ্ঞান পাপী ছিলেন এবং মন প্রাণ এক করে একাগ্রতা সাধনার ফলে উদ্ধার হইয়া বাল্মীকি ঋষি হইলেন ইনিই রামায়ণ তৈয়ারী করেন। উইঢিপি হয়েছিলেন বলে নাম হয়েছিল বল্‌সিক। বল্‌সিক থেকে বাল্মীকি নাম।

প্রশ্ন

৩

পাপের ভাগী গল্পটি পড়ে তোমরা কি বুঝিলে বল দেখি? বাল্মিকী মুনি কে? তাঁহার নাম তোমরা কোথায় শুনেছ বলতে পার? নারদ রত্নাকর দস্যুকে কি উপদেশ দিলেন।

১১

দয়ার চেয়ে ধর্ম্ম নাই

দেখ মা দয়ার বাড়া ধর্ম্ম নাই। অদ্য আমি তোমাদের দয়ার বিষয় সংক্ষেপে একটি গল্প বলি শুন। বিক্রমাদিত্য রাজা গ্রহবশে বহু দেশ বিদেশ ঘুরে, বহু কষ্ট পেয়ে অবশেষে এক দেশে এসে পৌঁছিলেন, ঐ দেশের রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন। কল্য প্রভাতে যাহার মুখ দেখিব, তাহার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিব। এত বড় কন্যা আমার ঘরে আছে রাণী একথা আমাকে বলেন নাই কেন! এই রাগের বশে রাজা ঐ রকম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। দৈব্যক্রমে তিনি প্রভাতেই বিক্রমাদিত্য রাজাকে দেখিতে পাইলেন। বিক্রমাদিত্য রাজার তখন রাজ বেশ ছিল না; গ্রহবশে রাজ্যদেশ সকলি হারাইয়া বহু কষ্ট পেয়ে তাঁর তখন সামান্য কাঙ্গালীর চেয়েও অবস্থা খারাপ। সেই পথের কাঙ্গালীর সঙ্গে রাজা ক্রোধের বশে রাজ কন্যার বিবাহ দিলেন। এই রকম ভাবে দিন যায়। একদিন ঐ রাজার নিকট লক্ষ্মী স্বরস্বতী ধর্ম্ম মায়া দয়া এই পাঁচ

জন এসে বলিলেন—মহারাজ আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে তাহা আপনাকে বলিতে হবে রাজার মুখ শুকাইয়া গেল তিনি কোন মতে বুদ্ধি সঞ্চয় করে বলিলেন দেবী আপনারা কল্য দয়া করে আসিবেন আমি এ বিষয়ে মিমাংসা কল্য করে দিব। দেব দেবীরা হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। রাজার তো আহার নিদ্রা ত্যাগ হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে এ আবার কি বিপদে পড়িলাম, দেবতার মধ্যে কে ছোট কে বড় বলা আমার সাধ্য নয়, আর বলে কি শেষে বিপদে পড়িব তাহার চেয়ে ঐ জামাইটার উপর ভার দি যাক্ শত্রু পরে পরে এই রকম সঙ্কল্প করে, রাজা পর দিন (সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে) জামাইকে রাজপোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া সিংহাসনে বসাইয়া নিজে সরে অন্যত্র বসিলেন। (বিক্রমাদিত্য রাজার ও গ্রহের ফের কেটে এসেছে) যাহা হোক সময় মত লক্ষ্মী সরস্বতী ধর্ম্ম মায়া দয়া পাঁচ জনে এসে উপস্থিত হইলেন এবং রাজ পরিচ্ছদ ধারি সিংহাসনে উপবিষ্ট। মহারাজা বিক্রমাদিত্যকে চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, মহারাজ আমাদের মধ্যে যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন তাঁহাকেই আপনি পাইবেন। আমাদের মধ্যে একজনকে আপনি বাছিয়া লউন। প্রথমে লক্ষ্মীদেবী এসে

বলিলেন মহারাজ আমি জগতের মধ্যে প্রধান, আমি অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়ে মানুষকে কতই সুখি করি সংসারে আমাকে চায় না এমন লোক নাই, আমার পূজা করিতে পৃথিবী শুদ্ধ মানব সর্ব্বদাই যত্নবান। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলিলেন ক্ষমা করিবেন দেবী! আমি আপনাকে চাহি না অতুল ঐশ্বর্য্য তো আমার ছিল কাল বশে সকলি গেল গ্রহবশে আমি যখন পেটের জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে ঘুরেছি কৈ ঐশ্বর্য্য তো আমাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। তখন স্বরস্বতী দেবী এসে বলিলেন মহারাজ আমি পৃথিবীতে প্রধান। আমি বুদ্ধি দায়িনী বিদ্যাদায়িনী মানব সর্ব্বদাই আমার সাধনা করে; বিদ্যা কে না চায়। বিদ্যার আদর সকলেই করে। তখন মহারাজ বলিলেন ক্ষমা করিবেন দেবী আমি চাহিনা আপনাকে। সময় খারাপ হইলে ভাল বুদ্ধি ও মন্দ হয়, মন্দ বুদ্ধি এসে মানবকে কষ্ট দেয়। ধর্ম্ম এসে বলিলেন মহারাজ আমার বড় সংসারে কে আছে? ধর্ম্মের জন্য সংসারে মানব কত ব্রত উপোস ক্রিয়া কর্ম্ম করে সংসারে ধর্ম্মের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে; পরকালের কড়ি ধর্ম্ম ধর্ম্মহীন লোকের ছায়া মাড়াইতে নাই। তখন মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলিলেন—আমি যখন নিরাশ্রয় হয়ে পথে
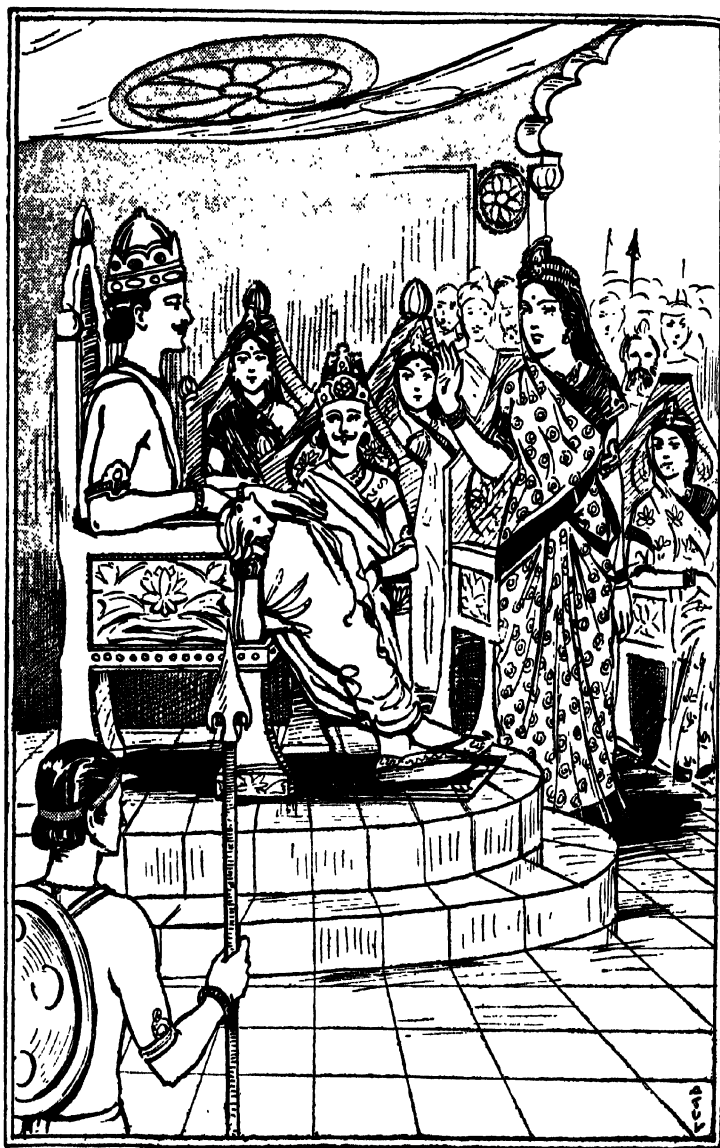
বিক্রমাদিত্যের সভা

ঘুরে বেড়াইয়াছিলাম, একটু আশ্রয়ের জন্য কতই ব্যাকুল হয়েছিলাম কৈ কেহই তো আমাকে ধর্ম্ম ভেবে আশ্রয় দিল না। অতএব আপনার উদ্দেশে আমি প্রণাম করি। তখন মায়া বলিলেন মহারাজ আমি মায়া আমাকে গ্রহণ করুন আমার বশ পৃথিবীতে সকলেই মায়াতে আমি মানবকে সংসারে স্বর্গের সুষমা দেখাই আমার বশিভুত কে নয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলিলেন প্রণাম করি দেবী আপনাকে। মায়াতে মহিত হয়ে মানব কত পাপ কার্য্য করে। পুণ্য কার্য্যের বিঘ্ন মায়া! আমি আপনাকে বড় বলিতে পারি না। অবশেষে দয়া দেবী এসে বলিলেন মহারাজ আমি দয়া মানবের প্রাণে আমি দয়ার আসন পেতে থাকি। তখন বিক্রমাদিত্য রাজা বলিলেন দেবী আমি আপনাকেই বড় বলি। বিক্রমাদিত্য রাজাকে সামান্য দুই কড়া কড়ির জন্য নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করে ও তাহার হাত পা বেঁধে নাবিকেরা নদীতে ফেলে দিতে যাইতেছিল, সেই সময় ঐ নৌকায় উপবিষ্ট এক ব্যাক্তির প্রানে দয়ার উদয় হওয়াতে সেই পথিক দয়া করে দুই কড়া কড়ি দিলেন বলে তবে তো আমার প্রান রক্ষা হইল, আর ঐ নাবিকের প্রানে দয়া ছিল না বলেই সামান্য দুই কড়া

কড়ির জন্য ঐরূপ নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করেছিল। আমি কিছুই চাহিনা শুধু দয়া দেবীকে চাই, চিরদিন যেন আমার প্রানে এই দয়া দেবীর আসন পাতা থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্য সুখ সম্পত্তি কিছুরই আমার প্রয়োজন নাই, দয়া হিন প্রান যেন আমার না হয়; দেবী আমি আপনাদের পাঁচজনের মধ্যে আপনাকেই চাই কাজেই দয়াদেবী মহারাজের নিকট গেলেন। এখন দয়াকে ছেড়ে মায়া থাকিতে পারেন না দয়া যেখানে মায়াও সেই খানে দয়া মায়া দুই বোন। দয়া মায়া মহারাজের শরীরে প্রবেশ করিলেন দেখে ধর্ম্মকেও আসিতে হইল কেননা দয়া মায়া যাহার শরীরে আছে তাহার শরীরে ধর্ম্মও আছে। দয়া মায়া হিন প্রানে ধর্ম্ম নাই। যে শরীরে দয়া, মায়া, ধর্ম্ম আছে সে শরীরে লক্ষ্মীও আছে; কাজেই লক্ষ্মীও মহারাজের কাছে গেলেন, দয়া মায়া ধর্ম্ম লক্ষ্মী চারিজনেই মহারাজের কাছে গেলেন। দেখ মহারাজা তো কাহাকেও চাহেন নাই শুধু দয়াকে চেয়ে ছিলেন দয়ার জন্য তিনি সকলকেই পাইলেন তখন লক্ষ্মী বলিলেন মহারাজ দয়ার জন্য আপনার নিকট সকলেই যাইবে কেননা দয়া যেখানে মায়াও সেখানে দয়া ময়া যুক্ত শরীরে ধর্ম্মও আছেন ধর্ম্মের শরীরে

লক্ষ্মীও আছেন মানবের ধন জন ধর্ম্ম পরিপূর্ণ সংসারে বিদ্যাও আছেন ধার্ম্মীক লোকের কখনো বুদ্ধি খারাপ হয় না তজ্জন্য বিদ্যা দেবীও সেই খানে আছেন। তখন ধর্ম্ম বলিলেন মহারাজ আপনাকে আমরা পরীক্ষা করিতে ছিলাম আপনি যথার্থ আজ প্রধানকে বেছে নিয়েছেন। যাহা হোক মহারাজ গ্রহ বশে আপনি বড়ই কষ্ট পাইলেন এই বারে আপনার সুদিন এসেছে, আপনি আর কোন রকম কষ্ট পাইবেন না। আমরা সকলেই অপনার শরীরে সর্ব্বদাই বিরাজ করিব। গল্পটি শুনিয়া বুঝিলে তো বাছা পৃথিবীতে দয়ার বাড়া ধর্ম্ম নাই। বালিকাদের কোমল প্রানে দয়া থাকা বিশেষ প্রয়োজন। বাল্য কালে বালিকারা পশু কিম্বা জন্তুর উপর যদি নিষ্ঠুর আচরণ করে তাহলে ঐ নির্ব্বোধ বালিকাকে দয়ার কথা বুঝাইয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং ছোট খাট দান বালিকাদের করান ভাল। ইহাতে বালিকাদের মনে দয়ার ভাব থাকে। বাড়ীতে ভিখারী আসিলে বালিকার হাতে ভিক্ষা পাঠান ভাল ইহাতে তাহাদের মন পবিত্র হয়, প্রানে দয়ার ভাব থাকে।

৬২

ভয় ও লজ্জা

মাতা। লীলা কাল রাত্রে তোমার কাছ দিয়ে একটা বড় ইন্দুর পালাইয়া গেল দেখে তুমি যা চীৎকার করেছিলে আমি তোমার রকম দেখে অবাক, একটা সামান্য ইন্দুর দেখে এত ভয়। এই সব নানা, কারণে "ভীতু বাঙ্গালী" বলে একটা প্রবাদ আছে দেখ মা স্ত্রীলোকের লজ্জা ভয় সকলি প্রাণে থাকে বটে, কিন্তু প্রয়োজন হলে এই দুটীকেই ত্যাগ করিতে হয়। আমি দেখেছি অতিরিক্ত লজ্জায় মানুষ কত সময় বিপদে পড়ে। আবার অত্যন্ত ভয়েতেও কত সময় মানুষ বিপদে পড়ে সব হারায়। অতিরিক্ত ভয়ের বিষয় তোমাদের একটি গল্প বলিতেছি। শুন। ইহা সত্য ঘটনা। এক স্থানে রেল লাইন পাতা হইতেছিল সেই জন্য ঐ স্থানে অনেক কুলি খাটিত; সেই স্থানের পল্লির ভিতর এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি হয়; কুলিগুলা দিনের বেলা কাজ করে রাত্রে সুবিধা

পাইলে চুরি করে ঐ দিনে একটা কুলি চোর ঐ গৃহস্থ বাড়ীতে সিঁদ্ কাটে যে ঘরে সিঁদ্ কেটেছিল, সেই ঘর খানি বাহির বাটীর বাগানের দিকে। ঐ ঘরে বাড়ীর কর্ত্তার মেজ ছেলে, মেজ বৌ, একটি শিশু সন্তানকে নিয়ে শুয়ে ছিল। চোর সিঁদ্ কেটে সেই ঘরে প্রবেশ করে একটি বাক্স হাতে করে লইয়া ঘর থেকে বাহির হইবে এমন সময় ঐ ছেলেটির ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল ছেলেটি দেখিল চোর তাহার হাত বাক্স নিয়ে পলাইতেছে। সেই বাক্সে টাকা নোট গিনি এবং অনেক দরকারী কাগজ পত্র ছিল। চোর সিঁদের নিকট গিয়ে হাত বাক্সটি রেখে ঘর থেকে বাহির হয়ে ঐ বাক্সটি লইবার জন্য যেই হাত বাড়াইয়াছে অমনি ছেলেটি ছুটে গিয়ে বাক্সটি ধরিল। বাগানে দাঁড়াইয়া চোর, আর ঘরের মধ্যে ছেলেটি এই দুইজনে বাক্সটি ধরে টানাটানি বেঁধে গেল। ছেলেটি চিৎকার করে স্ত্রীকে বলিতে লাগিল :—শীঘ্র উঠে দরজা খুলে ভিতর থেকে সবাইকে ডাক ও দিকের ঘরে নরেন আর নৃপেন শুয়ে আছে তাহাদের ডাক তোমার কোন ভয় নাই একবার ডাক এই রকমে কতই বলিতে লাগিল কিন্তু বৌটি বিছানার উপর মেয়েটিকে

কোলে নিয়ে হাপুষ নয়নে কাঁদিতে লাগিল কিছুতে উঠিল না। এদিকে চোরের সঙ্গে ঐ ভাবে বাক্স টানাটানি করে ছেলেটি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়িতেছিল চোর তখন মুখে একটা সাংকেতিক্ শব্দ করিয়া অন্য সঙ্গিকে ডাকিল। সেই সঙ্গি এসে একটি বাঁশের কঞ্চি এনে এ ছেলেটির বুকে খোঁচা দিল বাহির থেকে। তখন ছেলেটিকে যাতনায় অস্থির হয়ে নিরুপায় ভাবে বাক্সটি ছেড়ে দিতে হইল। অতি কষ্টে দরজায় খিল খুলে চিৎকার করে বাহিরে এসে শুয়ে পড়িল। সেই চিৎকার শব্দে বাড়ী শুদ্ধ লোক উঠে ব্যাপার শুনে অবাক বাড়ীতে অনেক লোক ছিল; কর্ত্তার পাঁচ ছেলে কর্ত্তা নিজে; দুইজন চাকর ও একজন মালী। এতগুলি লোক থাক্‌তে—ছেলেটি নির্দ্দয় ভাবে খোঁচা খাইল বাক্সটিও গেল। যদি একবার আমাদের ডাকিতে—তাহলে আর এ বিপদ হইত না এই বলে সকলে সেই বৌটিকে বকিতে লাগিল "যে এত ভয়" নিজের জীবন এতই বড় স্বামী ঐ বিপদের মুখে রহিয়াছে, তোমার দ্বারা এ উপকার-টুকু হইল না। সকলকে একটু চীৎকার করে ডেকে দিতে পার্‌লে না?

দেখ সামান্য ভয়ের জন্য বাক্সতো গেলই আবার স্বামীর বুকে ব্যথা নিয়ে একমাস ভুগে তবে ভাল হইল। অতিরিক্ত ভয়ে মানুষে এমনি বিপদে পড়ে। আর দেখ, লজ্জা ও নিয়মমত ভাল; বাড়াবাড়ি লজ্জা ও কেহ পছন্দ করে না। অনেক সময় অতিরিক্ত লজ্জার দরুণ মানুষকে বিপদে পড়িতে হয়। সামনে ভাসুর আছে দেখে একটি বৌ এমন ঘোমটা দিয়াছে সামনে একটি ঘটী ছিল দেখিতে পায় নাই সিঁড়ি দিয়ে নামিবার সময় ঘটী পায়ে আটকে পড়ে গেল হাতে ছিল দুধের বাটী দুধটি তো নষ্ট হইলই বাটী ও ভেঙ্গে গেল, বৌটি পড়ে যাওয়ার দরুণ লজ্জা তো কোথায় গেল তাহার ঠিক নাই, কারণ ভাশুর শ্বশুর বৌকে তুলিলেন। কোথায় লেগেছে কি হইল ইত্যাদি করে বাড়ীতে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। "এত লজ্জার কি প্রয়োজন" এই কথা বলে সকলেই উল্টে বৌউটিকে বকিতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে এই রকম কীর্ত্তি আবার এই সব লজ্জা শীলা বৌঝিকে নিয়ে যদি রাস্তায় ঘাটে বাহির হও, তাহাতেও নানা রকম গোলমাল করেন। এই রকম কাপড়ের পুট্‌লি দুই হাত ঘোম্‌টা টানা স্ত্রীলোককে রেলে কি

ষ্টীমারে নিয়ে গেলে পুরুষ মানুষকে নানা রকম কষ্টে পড়িতে হয়। গঙ্গা স্নানে তীর্থ স্থানে ভাশুর শ্বশুর সঙ্গে আছে বলে লজ্জায় এমনি দেড় হাত ঘোম্‌টা দিয়েছে যাহার ফলে কিছুই দেখিতে না পেয়ে সঙ্গি হারা হয়ে বিপদে পড়িতে হয়। আবার কোন কোন বধু ভাশুর শ্বশুরের সামনে দেড় হাত ঘোমটা দেয় বটে, কিন্তু ঐ বধুর চিৎকার শব্দ শুনে শুনে ভাশুর শ্বশুর বিরক্ত হন। সেদিকে বৌয়ের লক্ষ্য নাই? ইহাকে কি লজ্জা বলে? দেখ মা লজ্জা ভূষণ বলে একটা উপমা আছে, ইহার মানে কি? লজ্জার অলঙ্কারে মানুষকে এত সুন্দর দেখায় যে ইহার কাছে হীরা জহরৎ হার মেনে যায় "স্ত্রীলোকের লজ্জা নম্র মূর্ত্তি দেখিলে চক্ষু জুড়ায়" তাহ'লে বুঝিতে হবে এই যে লজ্জা নম্র মূর্ত্তি, ইহা দশ হাত ঘোমটা টানা মূর্ত্তি নয়। ইহা একটি সংযত সুস্থির নারীমূর্ত্তি।

গুরুজনের নিকট লজ্জা করে চলিবে; তাঁহাদের দিকে মুখ তুলে চাহিবে না, গুরুজনের কথার উপর কথা কহিবে না এই সব নানা রকম উপদেশ আছে। তাহা বলে যদি তিনি দৈবাৎ কোন ক্রমে মুখটা দেখিতে পাইলেন তা' হলে যে একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল এমন কথা নহে গুরুজনের সামনে

নিজের শরীর কাপড় জামায় সংযত করে ধীর স্থির ভাবে মাথা নিচু করে চলে যাইবে কিম্বা দাঁড়াইবে—তাহাতে কোন প্রকার নিন্দা নাই। যাহার সামনে কখনও বাহির হও নাই, কিম্বা ভাসুর সম্মুখে রহিয়াছেন এই রকম স্থানে কিঞ্চিৎ ঘোমটা দিয়ে মুখ নিচু করে চলে যাও ইহাতে নিন্দা নাই বিপদ নাই। অনেকে হয় তো বলিবেন শুধুই কি গুরুজনের সামনে লজ্জা। পথে ঘাটে বাহির হইলে সেখানে তো গুরুজন বসে নাই তা' হলে কি লজ্জার প্রয়োজন নাই? হাঁ পথে ঘাটে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য লজ্জার প্রয়োজন আছে বৈ কি? ঐ রকম ভাবে চলিবে। দেড় হাত ঘোমটা দিবার প্রয়োজন নাই?

প্রশ্ন

ভয় ও লজ্জা গল্পটি পাঠ করে কি বুঝিলে নিজের ভাষায় ব্যাক্ষা কর লজ্জারূপ ভূষণের অর্থ বল।

সংযত সুস্থির নারী মূর্ত্তির অর্থ বল।

১৩

বিপদে বুদ্ধি হারাইও না

"অনেকে বলেন চোর পলাইলে বুদ্ধি বাড়ে"—অদ্য একটি প্রত্যুৎপন্নমতী বালিকার কথা বলি শুন। এই বালিকা কেমন নিজের বুদ্ধি বলে বিপদ উদ্ধার করেছিল; ঘটনাটি সত্য গল্প এক স্বচ্ছল অবস্থার গৃহস্থ ছিল। বাড়ীর কর্ত্তা পূর্ব্বে পশ্চিমে অঞ্চলে সৈনিক বিভাগে কি কর্ম্ম করিতেন এখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন আর কোন কর্ম্ম করেন না কলিকাতায় তার সেকালে ধরণের একতলা বাড়ী। বাড়ীখানি খুব বড়। কর্ত্তার একটি ভাই, ভাইয়ের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। কর্ত্তার তুইটী ছেলে তিনটি মেয়ে। সকলগুলির বিবাহ হয়েছে ছোট কন্যাটির বিবাহ হয় নাই এই কর্ত্তাটি শক্ত অসুখে এক বৎসর ভুগে একটু ভাল হয়েছেন—কিন্তু এখনো ভাল রকম বল শক্তি পান নাই। এই কর্ত্তার ঘরে একদিন রাত্রে চোর এসেছিল। কর্ত্তা বহুদিন পশ্চিম অঞ্চলে থাকিতেন, সেই জন্য তাঁহার শক্তির চেয়ে সাহস বেশী

ছিল, আর তাঁর মন বড়ই উদার ছিল; তিনি সকলকেই বিশ্বাস করিতেন সদর দরজায় খিল দেওয়া আছে, আবার শুইবার ঘরে খিল দিবার প্রয়োজন কি। আর তিনি রোগী মানুষ ঘরখানি ছোট ছিল বলে তিনি একাই ঐ ঘরে শুইতেন। পাশের ঘরে তাঁহার স্ত্রী ও অবিবাহিতা ছোট কন্যাটি শুইতেন রাত্রে যখন যাহা প্রয়োজন হইত কন্যা এসে দিয়ে যাইতেন। কনিষ্ঠ কন্যাকে পিতা বড়ই ভাল বাসিতেন, কন্যা ও পিতার বড়ই অনুগত ছিল। ঘটনার দিন রাত্রে হঠাৎ মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গে গেল, অভ্যাস মত পিতার ঘরের দিকে কান সতর্ক করে শুনিতে পাইল—পিতার ঘরে যেন কি শব্দ হইতেছে। মেয়েটি বলিল বাবা অমন কচ্ছেন কেন। আপনার কিছু দরকার আছে কি? পিতা কন্যাকে একবার ডেকেছিলেন কিন্তু ঘুমন্ত কন্যার ঘুম ভাঙ্গে নাই; এদিকে তাঁহার মনে হইতেছে যেন ঘরে কে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু ভাল রকম বুঝিতে পারিতেছেন না কন্যাকে ডাকিলেন তাহারও সাড়া পাইলেন না সেই জন্য তিনি জাগিয়া শব্দ সাড়া করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে কন্যার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন—হাঁ মা, একবার এসো তো আমার ঘরে বোধ হয় চোর ঢুকেছে কন্যা তখন তাড়াতাড়ি

মাকে ঠেলা দিয়ে গলার হার হাতের বালা বালিশের তলায় রেখে ও দাদা শীঘ্র উঠ বাবার ঘরে চোর ঢুকেছে কাকা বাবু শীঘ্র আসুন, বাবার ঘরে চোর চোর চীৎকার শব্দ করিতে করিতে একটা লাঠি নিয়ে দুয়ার খুলে এইদিকে। এই যে বাবার ঘরে ইত্যাদি নানারকম বলিতে বলিতে যেন সত্যই মানুষকে পথ দেখাইতেছে। হাতে লাঠির শব্দ করিতে করিতে পিতার ঘরের দিকে যাইতে লাগিল। বালিকা মুখে যেমন দ্রুত শব্দ করিতেছে এগুতে কিন্তু তেমন দ্রুত পারিতেছিল না, চোর ঐ রূপ কথা আর শব্দ শুনে মনে করিল তবে বুঝি পুরুষ মানুষ আসিতেছে। সে তখন তাড়াতাড়ি পুটুলি ফেলে ছুটে ছাতের সিঁড়ির উপর উঠিল। কর্ত্তার ঘরের সামনেই সিঁড়ি ছিল চোর ঐ স্থান দিয়ে এসেছিল এবং ঐ স্থান দিয়েই পলাইল বালিকা তখন চোরকে পলাইতে দেখে চক্ষুর নিমিষে ছুটে বাহির বাড়ীতে সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে একলা গিয়ে খুড়তুতো ভাইকে ডেকে আনিল? এই সব কথা বলিতে যেমন দেরী হইতেছিল কিন্তু কার্য্যে খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়েছিল। বালিকা তখন যেন কোথা থেকে নূতন শক্তি পেয়েছিল। যাহাহোক চোর কল্‌তলা থেকে সমুদয় বাসনগুলি

উঠানে জমা করেছিল। দালানের আনলা হইতে কাপড়গুলি পেতে ঐ কাপড়ে বাসনগুলি বাঁধিয়া কর্ত্তার ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়ে দেখে কর্ত্তা জেগে আছেন। ঐ সময় গোলমাল হওয়াতে চোর পুটুলি ফেলে পলাইল কর্ত্তা জানিতেন, তাঁহার ছোট ভাই দুই পুত্র সে দিন বাড়ীতে ছিলেন না। শুধু ভাইপো বাড়ীতে ছিলেন। এক্ষনে গৃহে অনেক লোক জন দেখে কর্ত্তা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁ মা তোমার দাদা, কাকাবাবু এসেছেন? "কৈ তাঁহাদের দেখ্‌ছি না কেন" "কন্যা বলিল পুরুষ মানুষের নাম শুনিলে চোর পলাইবে সেই জন্য দাদাকে কাকাবাবুকে ডাকিতেছিলাম। কন্যার সেই হাতে লাঠি সহ রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখে সকলেই হাঁসিতে লাগিল আর খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিল। বলিল ভাগ্যে বুদ্ধি করে ঐ রকম ভাবে ডেকেছিল। কন্যার মাতা এই সব দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এক্ষনে তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন ভয়ে অন্ধকার ঘরে প্রবেশ কর না এখন এই অন্ধকারের মধ্যে কেমন করে বাহির বাড়ীতে গেলে? "কন্যা বলিল, আমার তখন প্রাণের মধ্যে ভয় করিতে ছিল বটে কিন্তু বাবা রোগী মানুষ চোরে যদি বাবাকে কিছু করে সেই

জন্য আমি জ্ঞান শূণ্য হয়ে মনের সাহস এনে ঐ রকম করেছিলাম। দেখ ছেলে মানুষ মেয়ে উহার ভয় লজ্জা সকলি আছে। কিন্তু বিপদের সময় দিশাহারা হয় নাই।

প্রশ্ন

এই গল্পটি পাঠ করে তোমরা কি শিক্ষা পাইলে বল। 'প্রত্যুৎপন্নমতি' মানে কি? বালিকার প্রাণে ভয় ছিল তথাপি সে ভয় ত্যাগ করেছিল কেন? বিপদের সময় মানুষের উপস্থিতবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন হয় কেন?

১৪

সত্যপথে চলিবে

বালিকারা যাহাতে সর্ব্বদাই সত্যপথে থাকিতে পারে সেই চেষ্টা করিতে হয়। বালিকাদের সঙ্গে ভাল কথা কহিবে, বালক বালিকাদের দিয়ে মিষ্টি কথায় কথায় ভাল ভাবে যেমন কাজ পাইবে, মন্দ কথায় তাহার সিকি মাত্রায় ও কাজ পাইবে না। কোমলমতী বালিকাদের বাল্যকালে ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে না কিসে প্রকৃত ভাল কিসে মন্দ সে জ্ঞান তাহাদের নাই তজ্জন্য তাহাদের ভাল করে দোষ গুণ বুঝাইয়া দিতে হয়; নচেৎ রুক্ষ মেজাজে কথা কহিলে দিবারাত্র বকাবকি করিলে নিজেরও শরীর মাথা খারাপ হয় এবং সন্তানেরও মন বিগড়ে যায়। আর ঐ রকম কথা বার্ত্তা তাহারা ও শিক্ষা করে। দেখ না অশিক্ষিত লোকদের ঘরের ছেলে মেয়েগুলি কি রকম মন্দ কথায় পরিপক্ক ইহার একমাত্র কারণ বাল্যকাল থেকে মন্দ শিক্ষার ফল। বাল্যকালে বালিকাদের কথার সঙ্গে মিথ্যা কথা ধরা পড়িলে প্রথম

থেকেই বিশেষরূপে নিষেধ করে দিতে হয় যাহাতে আর না ওরকম কথা বলে। একবার কালীপূজার সময় আমাদের বাড়ীতে অন্য একটি ঝিয়ের সঙ্গে কতকগুলি বালক-বালিকা বেড়াতে এসেছিল। আমাদের ঝিয়ের সঙ্গে ঐ ঝি কথাবার্ত্তা কহিতেছে, বালক-বালিকাগুলি খেলা করিতেছে; হঠাৎ আমি একটি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি গো খুকি কালীপূজাতে তোমাদের কি বাজী হইল। মেয়েটির বয়স নয় বৎসর হইবে; আমার কথা শুনে সে থতমত খেয়ে চুপ করে রহিল, মেয়েটীর ঐ রকম ভাব দেখে তাহার ছোট ভাইটি তাড়াতাড়ি বলিল রাত্রি বেলায় আমার বাবা আমাকে কত বাজী এনে দেবেন, আমাকে কেমন পয়সা দিবেন, মেয়েটি বলিল, আবার গুরুজনের কাছে মিথ্যা কথা বলিতেছ, জান না ওঁর প্রাণের ভিতর যে দেবতা আছেন তিনি মিথ্যা কথা টের পাইবেন আমার দিকে চেয়ে মেয়েটি বলিল নাগো ওর মিথ্যা কথা আমাদের বাজী এবারে হবে না আমার মার অসুখ কি না; বালক বলিল বাবা হয় তো রাত্রি বেলা কিনে এনে দিবেন। আমি তো মিথ্যা কথা বলি নাই। আমার কৌতূহল হইল, বলিলাম আমাদের

কাছে মিথ্যা কথা কহিলে কি হয় খোকা? বালক বলিল আমি জানি না বুঝি, গুরুজনের প্রাণের ভিতর দেবতা আছেন, আমরা মিথ্যা কথা কহিলে ঠিক জানিতে পারেন। আমি কহিলাম আমরা যে গুরুজন তুমি কি করে জানিলে? বালক বলিল, কেন আমার মা বলেছেন বড় হলেই গুরুজন হয়। আমার চেয়ে দিদি বড়, দিদি আমার গুরুজন হন। আপনি দিদির চেয়েও বড়, আমার মার মতন আপনি তো বেশী গুরুজন মা বলেছেন সকল গুরুজনের প্রাণের ভিতর দেবতা আছেন মিথ্যা কথা কহিলেই তিনি জানিতে পারেন মিথ্যা কথা মোটেই কহিতে নাই। আমি মনে মনে কহিলাম; বাঃ বেশ শিক্ষা দিয়েছে তো। ছেলেটির বয়স সাত বৎসর কথাগুলি যেন মধুঢালা তাহার সঙ্গে আজে বাজে কথা কহিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছিল। আমি বলিলাম, তোমাকে আপনি আজ্ঞে করে কথা বলিতে শিখাইল কে? বালক বলিল,—কেন মা শিখাইয়াছেন, আমি দিদিকেও আপনি বলি। দিদি আমাকে তুমি বলে, আমি ছোট কি না তাই। বালক-বালিকাগুলি চলিয়া গেল। আমি কেবলি ভাবিতে লাগিলাম দেখ দেখি, কেমন শিক্ষা দিয়েছে বালক-বালিকার প্রাণের ভিতর

কথাগুলি কেমন প্রবেশ করেছে। বাল্যকালে পিতার চেয়ে মাতাই •সর্ব্বদা বালক-বালিকার সঙ্গে থাকে এজন্য তাঁহার সর্ব্বদাই সতর্ক থাকার দরকার দুইটি বালিকা এক বয়সি দুইজনে কি কথা কহিতেছে তাহা মিথ্যা কথা কি ঝগড়ার কথা কোথায় কি করিতেছে এ সকল বিষয়ে মাতাকে সর্ব্বদা কান চোক দিতে হয় মন্দ কথা মিথ্যা কথা শুনিতে পাইলে তখুনি সাবধান করে দিলে অল্পতেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। নচেৎ প্রথমে গ্রাহ্য করিলে না, কিন্তু পরে বড় হয়ে আর সহজে বাগ্‌ মানিতে চাহিবে না। বালিকারা খেলা করিতে গিয়ে কিম্বা স্কুল থেকে কোন সঙ্গির কোন রকম চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে জিনিষ দেখিলে লোভ সামলাইতে না পেরে সেটি লুকাইয়া চুরি করে আনিল। বাড়ীতে গিয়ে খেলা করিব নুতন জিনিষ পেয়েছি সেই আহ্লাদেই অস্থির; ভাল-মন্দ বিচারের ধার ধারে না। কেমন ফাঁকি দিয়ে জিনিষটি নিতে পেরেছি, সেই বাহাদুরী করেই অস্থির। এই সব বালিকাদের কাণ্ড মাতা যদি কোন প্রকারে জানিতে পারেন এবং যখুনি জানিতে পারিবেন যত সামান্য জিনিষ হোক না কেন তখুনি সেই জিনিষ ঐ বালিকাকে দিয়ে ফেরৎ পাঠান উচিৎ এবং ঐ

বালিকাদের ভাল কথায় বারবার করে বুঝাইয়া দিতে হয়। পরের জিনিষ নিতে নাই, নিলে কি হয় ইহাতে কত পাপ এবং এই পাপের জন্য পরে কত শাস্তি পাইতে হবে একটা গল্পচ্ছলে এমন ভাবে বুঝাইবে যাহাতে বালক-বালিকার প্রাণে আতঙ্ক হয়। এবং সত্য বলেই মনে করে। ইহাতে না শুনিলে পরে শাসন করিবে, এবং ইহাতে যদি কঠিন শাস্তি দিতে হয় তাও দিবে তথাপি এ সকল বিষয় চুপ করে থাকা ভাল নয়। কারণ এই বাচ্ছা-গাছ বড় হয়ে যখন বিষাক্ত ফল উৎপন্ন করিবে, তখন সেই বিষের জ্বালায় সকলকে অস্থির হতে হবে। সেইজন্য গোড়াতে সতর্ক হওয়া ভাল। দ্বিতীয় ভাগের "মাসী তুমিই আমায় ফাঁসির কারণ" এই গল্পটি সকলেই পড়েছেন, তবুও বলিতেছি, বালকটি বাল্যকালে চুরি অভ্যাস করেছিল মাসি এ বিষয়ে দেখেও দেখিত না। মনে করিত ছেলে মানুষ ছেলে বুদ্ধি তখন জানেনা বড় হলে শুধ্‌রে যাবে। এর জন্য এত মাথা ব্যাথা কেন। কিন্তু তাহা কি হয়। যে শিক্ষা বাল্যকাল থেকে হবে সেই শিক্ষাই থেকে যায়। মাসির ঐ রকম বুদ্ধি বালককে ভাল শিক্ষা দিবার আর কেহ ছিল না সেই জন্য তাহার ভাল শিক্ষা আর হইল না যত বড় হইল

ততই ঐ মন্দ অভ্যাস রয়ে গেল শেষে দাগি চোর হয়ে ডাকাতের দলে মিশে ফাঁসির হুকুম শুনিলে বেচারা তখন আক্ষেপ করিতে লাগিল বলিল, হায় মাসি বাল্যকালে যদি আমার একটু শিক্ষা দিতে তাহলে আজ আর আমার এ দুর্দ্দশা হইত না। এখন দেখ—বড় হয়ে আবার ঐ বালক অভিভাবকদের দোষ দিল। যে কেন আমাদের ভাল শিক্ষা দাও নাই তখন যদি অল্প বুদ্ধি বশতঃ আমরা না বুঝেছি আমাদের শাস্তি দিয়েও বুঝাইতে হয়। এই সব কারণে বলিতেছি অনেক অজ্ঞ মাতারা এ বিষয়ে কিছু বলেন না ; কিন্তু তাহা করা উচিত নয়। প্রত্যক বালক বালিকা যাহাতে সত্য পথে থাকে তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে উচিৎ।

প্রশ্ন

এই গল্পটি পাঠে তোমরা কি উপদেশ পাইলে বল দেখি। সত্য পথে থাকার কি গুণ এবং অসথ পথে থাকিলে কি দোষ বল।

১৮

ভোরে উঠা অভ্যাস করিবে

ভোরে উঠা অভ্যাস বালিকাদের যাহাতে হয়, সেই চেষ্টা করা উচিত। বালিকারা বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়ে ঘুমায় মাতা কিছুই বলে না মনে করে ঘুমাক এত সকালে উঠে কি করিবে। কিন্তু এটুকু বোঝা উচিত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমালে শরীর খারাপ হয়; বেলা পর্য্যন্ত ঘুমালে অলসের লক্ষণ, আর অলস কুঁড়ে হলেই রুগ্ন হয়; প্রভাতের বায়ু শরীরের পক্ষে বড়ই উপকারী জিনিষ। বুদ্ধিমতী মাতা ভোরের কার্য্য দিয়ে বালিকা-দের ভোরে উঠিবার ব্যবস্থা করিবেন। ঠাকুর ঘরের কাজ করিবার ভার বালিকাদের উপর দিলে তাহারা নিশ্চয় ভোরে উঠিবে। খুব সকাল সকাল উঠিব কেননা ফুল তুলিতে যাইব—এই রকম চাড় থাকিলে তাহারা নিজেই ভোরে উঠিবে। এবং ফুল তোলা চন্দন ঘসা পরিস্কার করে ঠাকুর ঘর ধুয়ে পূজার আয়োজন করে সব গুছাইয়া রেখে ঠাকুর ঘরে এই যে সকল কার্য্য সকালে করিবে; ইহাতে বেশ

বালিকা-জীবন

বালিকাদের প্রাণে আনন্দ হয় আর মন ও পরিস্কার থাকে শরীর ভাল হয় প্রাণে ধর্ম্মভাব আসে।

প্রশ্ন

ভোরে উঠিলে কি উপকার হয় বল প্রভাত সময় কোন কোন কার্য্য করিলে শরীর মন প্রফুল্ল থাকে অথচ ব্যায়াম হয় বল দেখি।

১৬

দোক্তার অপকারিতা

এখনকার মেয়েদের একটি বিষয়ে ভয়ানক মন্দ রীতি দেখিতে পাই। অবশ্য এর জন্য তাহাদের মাতা দোষী। কারণ তাঁরাই কন্যাদের এই পথ দেখিয়েছেন। পানের সঙ্গে "দোক্তা খাওয়া" এই যে "দোক্তা" জর্দ্দা, সুর্ত্তী যাই বলনা কেন—ইহা যে শরীরের পক্ষে কত অহিতকারী জিনিষ তাহা আর কি বলিব, এই অভ্যাস করিলে আর সহজে ছাড়ানো যায় না। ইহাতে হজমের দোষ হয়, নানা রকম রোগ আসে; মাথার অসুখ, রক্ত দোষিত হয়; এই কুঅভ্যাসের জন্য কত স্ত্রীলোকের কত রকম নির্য্যাতন সহ্য করে। তবু এই মন্দ অভ্যাস ছাড়িতে পারে না। আমি দেখিয়াছি একটি বৌ অতিরিক্ত পান দোক্তা খেয়ে খেয়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া অসুখে ভুগিতেছিল। ডাক্তার বলিতেন দোক্তা না ছাড়িলে আমার ঔষধে কোন ফল হইবে না। সেই জন্য তাহার স্বামী প্রথমে ভাল কথায় অনেক বুঝাইলেন তাহাতে কোন ফল হইল না। শেষে মন্দ

কথা অবশেষে প্রহার পর্য্যন্ত করে ও ঐ কুঅভ্যাস ত্যাগ করাইতে পারিল না। গালাগালি প্রহারের ভয়ে পানের সঙ্গে দোক্তা না খেয়ে শুধু, পাতা দোক্তা মুখে করে রেখে দিত কারণ ঐ বৌয়ের স্বামী পান খাইতে দিত না, বাড়ীতে পান আনিতে দিত না মনে করিত এই রকম করে শক্ত শাসন করে দিন কতক পান খাওয়া বন্ধ করে দিলে দোক্তা ছাড়িতেই হইবে কিন্তু বৌটি লুকাইয়া শুধু পাতা দোক্তা মুখে রেখে ঠিক অভ্যাস রেখেছিল। আমরা যদি বলিতাম "কেন ও রকম করে খাও।" বলিত কি করিব, না খেলে আমার বড় কষ্ট হয়। অভ্যাস এমনি খারাপ জিনিষ, সেই জন্য বলিতেছি, যদি কোন মাতার 'দোক্তা' খাওয়া অভ্যাস থাকে, তাহা সর্ব্বাগ্রে ত্যাগ করা উচিত। কারণ তিনি ঐ রকম কু অভ্যাসে অভ্যস্ত থাকিলে, সন্তানে ও শিখিবে।

প্রশ্ন

এই গল্পটি পাঠে তোমারা কি শিক্ষা পাইলে বল দেখি দোক্তাতে মানুষের শরীরে কি অপকার হয় বল কোনও রকম নেশার বশিভূত হওয়া উচিত নয়।